NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ আবারও ভারতের ব্যাটিং ধ্বস, এক যুগ পর দেশে সিরিজ হারের আশঙ্কা

বিরাট কোহলিও এভাবে আউট হতে পারেন! ৭

কলকাতা ২৬ অক্টোবর ২০২৪ ৯ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.10.2024, Vol.18, Issue No. 134, 8 Pages, Price 3.00

# ডানা-র ঝাপটায় উলটপুরাণ

## ওডিশার থেকে বেশি বৃষ্টি কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ। তবে ওডিশার ভিতরকণিকা এবং ধামরার মাঝে 'ল্যান্ডফল'-এর পর সেই ডানা স্থলভাগের দিকে এগোতেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে কলকাতায়। শুক্রবার সকালে ধামরা থেকে ১০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরে বালেশ্বরে যত বৃষ্টি হয়েছে, ওই ধামরা থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটারদূরে কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি।

ডানা যখন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে স্থলভাগে প্রবেশ করছিল, তখন কলকাতায় ঝড়বৃষ্টি হয়নি। যতই ডানার 'ল্যান্ডফল' প্রক্রিয়া এগিয়েছে, ততই বৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে কলকাতা এবং আশপাশের জেলায়। 'ডানা'র প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে ওডিশার ভদ্রক, কেন্দ্রপড়ায়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত 'ডানা'র প্রভাবে ওডিশার ভদ্রকের চাঁদবালি স্টেশনে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ১৫৮.৬ মিলিমিটার। কেন্দ্রাপড়ার রাজকণিকা স্টেশনে বৃষ্টি হয়েছে ১৫৬ মিলিমিটার। বালেশ্বরে বৃষ্টি হয়েছে ৬৮.৮ মিলিমিটার। শুক্রবার সকালে সেই বালেশ্বরকে টপকে যায় কলকাতা। 'ডানা' যতই স্থলভাগের উপর দিয়ে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়েছে, ততই বৃষ্টি কমেছে ওডিশা উপকূলে। আর সেই 'ডানার প্রভাবে বৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে কলকাতায়।

ডানা-র প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ডায়মন্ড হারবারে। ৯৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সেখানে। এই সময়ের মধ্যে কলাইকুন্ডায় ৯১ মিলিমিটার, সাগরদ্বীপে ৯০ মিলিমিটার এবং হলদিয়ায় ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ৪৩ মিলিমিটার। ওই একই সময়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে উলুবেড়িয়া (৬৫ মিলিমিটার), মেদিনীপুর (৫২ মিলিমিটার) এবং ঝাড়গ্রাম (৬৭ মিলিমিটার)-এ। গত ২৪ ঘণ্টায় দিঘায় ৩৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টির কারণে জল জমেছে কলকাতার ঠনঠনিয়া, বিটি রোড, যোধপুর পার্ক এলাকায়। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বেশ কিছু জায়গাতেও জল জমেছে। মহাত্মা গান্ধি রোড, পার্ক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, উত্তর বন্দর থানার কাছে স্ট্যান্ড রোডের একাংশ জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। জল জমেছে সায়েন্স সিটির কাছেও। বেলঘরিয়া রোড, বর্ধমান রোড এবং আলিপুরের কিছু কিছু রাস্তায় জল জমেছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, জল জমার পর দ্রুত কাজে নেমেছেন পুরকর্মীরা। শহরের বেশির ভাগ অংশেই জল নেমে গিয়েছে। শুধু নিচু অংশে জল জমে রয়েছে। জল জমার কারণে কিছু রাস্তায় ধীর গতিতে চলেছে গাড়ি। এমনিতে শুক্রবার রাস্তায় মানুষজন ছিলেন কম। অনেক দপ্তরই বাড়ি থেকে কাজের অনুমতি দিয়েছে।

লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহরের চেনা-চিত্র

### জমা জলে মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুক্রবার ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র প্রকোপে হওয়া বৃষ্টির জেরে হাওড়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আর শহরের অন্যান্য স্থানের মতোই প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয় হাওড়া তাঁতিপাড়া এলাকা। সারাদিনের একটানা বৃষ্টির জেরে এখানে প্রায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। সেই জমা জল থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাতে। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর মৃত ব্যক্তির নাম গৌতম চ্যাটার্জি(৩৮), তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা। হাওড়া পুর নিগমের অস্থায়ী কর্মী হিসাবেই কর্মরত ছিলেন।

*-বিস্তারিত ২-এর পাতায়*

# ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে রাজ্যে কোথায় কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে রাজ্য সরকার বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। বৃহস্পতিবার রাতভর এবং শুক্রবার বেলা পর্যন্ত নবান্নের কন্ট্রোল রুম থেকে পরিস্থিতি নজরদারি করার পর দুপুরে নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় দানা-র প্রভাবে রাজ্যে কত কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং কোথায়, কত ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, কৃষকদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এজন্য বাংলা শস্য বীমা নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা ৩১ শে নভেম্বর পর্যন্ত বানানো হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। দুর্যোগে যাঁদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও

***এরপর দুয়ের পাতায়***

### ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়নের লক্ষ্যে নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়নের কাজ দু-বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে ঘূর্ণিঝড় দানার ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করার পর কথার প্রসঙ্গে তিনি জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। ২ বছরের মধ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে পরিযায়ী শ্রমিক যাঁরা ফিরে এসেছেন রাজ্যে তাঁদের কাজে লাগাতে হবে এই ধরনের প্রকল্পে। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়নের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দু-বছরের মধ্যে ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। দিন কয়েক আগে ডিভিসির অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়ায় প্লাবিত হয় ঘাটাল মহকুমা-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অংশ।

# ডানার প্রভাবে চাষের জমিতে জল, মাথায় হাত কৃষকদের

## ভেঙেছে কিছু বাঁধ, বিদ্যুতের খুঁটি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডানা-র আশঙ্কা কাটতেই বাংলার বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে অবিরাম বৃষ্টি। শুক্রবার সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে মাথায় হাত কৃষকদের। বহু চাষের জমি জলের তলায়। ফলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা। কৃষকদের কথায়, ধান এবং শীতকালীন ফসলে প্রভাব ফেলতে পারে এই অতিরিক্ত বৃষ্টি। দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনায় চাষের ক্ষতি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

ঘূর্ণিঝড় ডানা বৃহস্পতিবার রাতে ওডিশার স্থলভাগে আছড়ে পড়েছে। শুক্রবার সকালে তার 'ল্যান্ডফল' প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। উপকূলে ঝড়ের দাপট থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে সে ভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি 'ডানা'। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টিই চিন্তায় ফেলেছে কৃষকদের। অধিকাংশ চাষের জমিতে ইতিমধ্যেই জল জমেছে। বৃষ্টি না কমায় জলের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন অনেকেই। ফলে শীতকালীন ফসলের চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে।

আশঙ্কা থাকলেও ঘূর্ণিঝড় দানার আঘাতে এই রাজ্যে তেমন কোন বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে সরকারি সম্পত্তি ও পরিকাঠামোর বেশ কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাঁধভাঙা এবং ফসল নষ্টের ও খবর পাওয়া গিয়েছে। নবান্নে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৭১টি বিদ্যুতের খুঁটি পড়ার খবর মিলেছে। বিভিন্ন জায়গায় ২৫০-এর ও বেশি গাছ পড়ে গিয়েছে। প্রায় ৪০০ মাটির বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দিঘায় খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এগরা, কাঁথিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৫০টিরও বেশি বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় দুটি বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা তা মেরামতির কাজ করছেন। ৩০০টিরও বেশি কাঁচা বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হচ্ছে বলে এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দানার প্রভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের ১১টি রাস্তা গাছ পরে এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। ১০ টি বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে গিয়েছে। একাধিক মাটির বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দাঁতন ও মোহনপুর এলাকায় সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর মিলেছে। জেলায় এখনও পর্যন্ত ৩৯টি জায়গা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর কাজ শুরু করছে। ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও খয়ক্ষতির রিপোর্ট আসেনি। তবে সেখানে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণে কিছু কিছু এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, বসিরহাট-এই এলাকাগুলো থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট মেলেনি। বারাসাত, ব্যারাকপুর, বিধাননগরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, সেই কারণে একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতের পর শুক্রবার সকালেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নবান্ন থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখেন। প্রভাবিত জেলাগুলির জেলা শাসকদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন।

# 'আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে...'

## অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বিস্ফোরক কল্যাণ

**নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর:** খুন হয়ে যেতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়! শুক্রবার এমনটাই দাবি করেছেন সাংসদ নিজেই। উল্লেখ্য, ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে ফেব একবার মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক চলাকালীন তর্কাতর্কির মাঝে তিনি মেজাজ হারিয়ে টেবিলে আছড়ে মেরেছিলেন কাচের জলের বোতল। ওই কাঁচে তাঁর হাত কেটে যায়। এমন আচরণের জন্য ইতিমধ্যেই তাঁকে কমিটি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। লোকসভা থেকেও সাসপেন্ড করার আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদরা। এবার জেপিসি বৈঠক নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ। আর মুখ খুলতেই ফাটালেন একের পর এক বোমা।

গত মঙ্গলবার, ২২ অক্টোবর সংসদের জেপিসি বৈঠকেই ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটেছিল। বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে তর্ক বাধে তৃণমূল সাংসদের। বিশেষ করে, বিজেপি সাংসদ তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় মারপিট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ছবিতে দেখা গিয়েছিল টেবিলে পড়ে রয়েছে ভাঙা কাচের বোতল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙুলে ব্যান্ডেজ। এআইএমআইএম সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েইসির কাঁধে হাত রেখে বের হতে দেখা যায় তাঁকে। সেইদিন কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও, শুক্রবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাকে টার্গেট করা হয়েছে, কারণ আমি প্রতিবাদ করি। অসম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে কোন আপোশ করব না। আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে। ওরা আমাকে খুন করতে পারে।'

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জুডিশিয়ারির কুলাঙ্গার। উকিল ছিল

***এরপর দুয়ের পাতায়***

# বারামুলায় জঙ্গি হামলায় মৃত ২ জওয়ান-সহ চার

**শ্রীনগর, ২৫ অক্টোবর:** ভূস্বর্গে ফিরল পুলওয়ামা হামলার রক্তাক্ত স্মৃতি। বৃহস্পতিবার বারামুলায় সেনার গাড়িতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেই হামলায় ইতিমধ্যেই শহিদ হয়েছেন দুই সেনা জওয়ান। মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় দুই ব্যক্তিরও। সেনা সূত্রে খবর, গুরুতর জখম হয়েছেন এক জওয়ান।

### ফিরল পুলওয়ামার স্মৃতি

ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বারামুলার বুটাপাথরি এলাকায় সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সঙ্গে সঙ্গে পালটা দেয় সেনাও। দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। সেই সময়ে গুরুতর আহত হন দুই সেনা জওয়ান এবং দুজন স্থানীয় কুলি। তাঁদের উদ্ধার করে শুরু হয় চিকিৎসা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে চিকিৎসা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। শুক্রবার সকালে সেনার তরফে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে চারজনেরই।

হামলার পর থেকে জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তল্লাশি চলছে প্রত্যেকটি গাড়িতে। তবুও খোঁজ মেলেনি জঙ্গিদের। শুক্রবার সকালে আরও দুজনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে। সেনা সূত্রে জানানো হয়, এক জওয়ান এবং এক কুলি আহত হয়েছেন। আপাতত চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৫২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Shil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subhas Chandra Shil ও Subhas Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ২১/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Ramesh Khandelwal R/o. 89/127/128, Bangur Park, Rishra, Hooghly-712248 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ramesh Khandelwal & Ramesh Chand S/o. Govind Narayan Khandelwal একই ব্যক্তি ও আমার স্ত্রী Swati Khandelwal & Sarla Devi W/o. Ramesh Khandelwal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/ হইয়াছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

### নাম-পদবী

গত ইং ২৪/১০/২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর 1st class Exicutive Magistrate এ ১২২৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি মানিক মাল, আমার পিতা মোসলেম মাল তস্য পিতা সন্তোষ মাল এবং আমার পিতার অপর নাম মোসলিম সেখ তস্য পিতা সন্তোষ সেখ, সাং নিজামপুর, জেলা নদীয়া- সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

### নাম পরিবর্তন

আমি **Jainal Abedin Molla**, S/O. Asan Molla, সাং নাগাদি দক্ষিণপাড়া, পোঃ ধুবি-নাগাদি, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৭, আমার বর্তমান আধার কার্ড যাহার নং 543979826691 এবং প্যান কার্ড যাহার নং DCVPA7864Q-তে Jainal Abedin Molla রহিয়াছে। আমার Union Bank Pass Book Account No. 466202010000988-তে আমার নাম রহিয়াছে Jainal Abedin. Previous Aadhaar Card যাহার নং 543979826691 আমার নাম রহিয়াছে Md. Jainal Abedin এবং আমার ভোটার কার্ড যাহার নং FJN1354689 আমার নাম Jainal Abedin Molla রহিয়াছে। গত ইং ২৩.১০.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (Ld. J.M. 2nd) আদালতের এফিডেভিট বলে **Jainal Abedin Molla, Md. Jainal Abedin, Jainal Abedin and Jaynal Abedin Molla** একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি।

### Declaration

I, Samir Ranjan Mondal son of Debendranath Mondal, residing at Nutan Pally, Gobra, Hooghly, West Bengal, Pin-712702, India, do hereby declare that filed before the Ld.1st Class Judicial Magistrate, Kolkata, dated 18.10.2024 and serial no 1312 that in my Reliance Petroleum Ltd (Reliance Industries Ltd) and some other shares certificates name is wrongly recorded as Samir Mondal in the place of Samir Ranjan Mondal. My actual and correct name is Samir Ranjan Mondal. Samir Ranjan Mondal and Samir Mondal is the same and one identical person.

### Legal Notice

Original Title Deed (Lease Deed) being No. 354 of 1989 dated 19.01.1989 registered at the office of A.D.S.R. Bidhannagar in favour of Adhir Kumar Banerjee for Plot No. 75, Block BH, Sector-II, P.S. Bidhannagar East, Salt Lake City, Kolkata - 700091 had been misplaced from the custody of my client Arnab Adhir Banerjee.

Any person having any claim, right, title or interest on the aforesaid property, must file his/her claim in writing with documentary evidence to the undersigned within 10 days from the date of publication of this notice, failing which no claim whatsoever in nature will be entertained.

ANJAN KUMAR MITRA
Advocate
AB-28, Sector-1, Salt Lake City,
Kolkata- 700064
Mobile No. 9831006145

### PUBLIC NOTICE

One Original Title Deed of Lease, dated 13-03-1999 executed by Governor of West Bengal in favour of Amulya Kumar Biswas @ Amulya Biswas in respect of land measuring about **2 Cottah 2 Chittak 43 Sq. ft.** be the same a little more or less with lying and situates at **Plot No.-53, Block No.-'A', Sub Block No.-7,** Sub Division-Kalyani, **Police Station- Kalyani**, within **Kalyani Municipality** under jurisdiction of **A.D.S.R. Kalyani** in the **District- Nadia**. The said deed was duly Registered at A.D.S.R. Kalyani, Nadia and Recorded in Book No.-1, Volume No.- 10, Pages from 425 to 436, Deed Being No.- **745** for the year **2000**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1284** was lodged on **23-10-2024** with Kalyani, Police Station in respect of said deed by my client **Prosenjit Dey.** The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

**Ritu Hela (Advocate)**
Barrackpore Court
Mobile: 978856804

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৬ শে অক্টোবর। ৯ ই কার্তিক। শনি বার। নবমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

**বৃষ রাশি :** যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

**মিথুন রাশি :** তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

**কর্কট রাশি :** বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

**সিংহ রাশি :** হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

**কন্যা রাশি :** বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

**তুলা রাশি :** আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

**বৃশ্চিক রাশি :** নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

**ধনু রাশি :** নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখ বর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

**মকর রাশি :** লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

**কুম্ভ রাশি :** আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

**মীন রাশি :** আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।


## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস্ সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।


# এজরা স্ট্রিটে আগুন, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার রাতে ঘূর্ণিঝড় ডানাকে ঘিরে উৎকণ্ঠার আবহেই ভয়াবহ আগুন লেগেছিল কলকাতার বড়বাজারে। এজরা স্ট্রিটে টেরিটি বাজারে একটি কাঠের বাক্সের গুদামের আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পাঠাতে হয়েছিল দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় দমকলের কর্মীদের। শুক্রবার দুপুরে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে ওই প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে বড় বাজারের একাংশ ব্যবসায়ীর প্রতি যে তিনি বিরক্ত তাও স্পষ্ট করে দেন। তবে শুধু বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের প্রতিই নয়, মুখ্যমন্ত্রী এদিন হাওড়ার ব্যবসায়ীদেরও একই ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টেরিটি বাজারে যে আগুন লেগেছিল, তাদেরকে বললে আবার তর্ক করে। বড়বাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের বলছি, হয় আপনারা ফায়ার কন্ট্রোলের বিষয়ে ব্যবস্থা নিন, না হলে আমাদের কিন্তু ব্যবস্থা নিতে হবে।' কিন্তু হঠাৎ করে কেন এতটা ক্ষুব্ধ হলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান? এর উত্তর অবশ্য মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই। তিনি বলেন, 'এমনভাবে রাস্তার ওপরে আপনারা গাড়ি রাখছেন, দোকানের জিনিস রাখছেন যে দমকলের গাড়ি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না। দমকল বা

অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। আমি কারও বিরুদ্ধে কোনও অ্যাকশন নিতে বলছি না, কিন্তু কথা বলতে হবে তো। এই জিনিসটা কলকাতায় আর হাওড়ায় বেশি হয়। রাস্তায় নেমে কাজ করতে হবে। পুলিশকে বলছি, ফিল্ড ভিজিট করে এটা করুন। অ্যাম্বুল্যান্স ও ফায়ার ব্রিগেড যাতে ঢুকতে পারে তার জন্য এসব একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।' বস্তুত, বড়বাজারে রাস্তা আটকে গাড়ি রেখে মালপত্র ওঠানামা করানো হয় বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। অতীতে এনিয়ে একাধিকবার সাধারণ মানুষের তরফেও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল যেখানে আগুন লেগেছিল তার পাশেই ইলেকট্রিকের একটি বাজার রয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ আকার নিত। অন্যদিকে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দমকলের গাড়ি ঢোকাতেও বেগ পেতে হয় কর্মীদের। একই সঙ্গে কলকাতায় বার বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাতেও ক্ষুব্ধ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করার। তারপরেই সমস্যার সমাধান না হলে প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'অনেকে হঠাৎ হঠাৎ করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। বার বার বলা হচ্ছে। একটা দমকল ঢোকার জায়গা নেই। বড়বাজারে যারা আছে, কলকাতা পুলিশকে বলবে তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। কলকাতা পুলিশ, পুরসভা আর দমকলের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। এমন বহু মানুষ রয়েছেন, যারা সরু গলিতেও দু-তিনটি করে গাড়ি পার্কিং করেন। অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের গাড়ি কোনও কিছুই ঢুকতে পারে না। যে কোনও সময় সমস্যায় পড়তে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছি, মাঝে মাঝে ওই এলাকাগুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট করতে হবে। কথা বলে সমস্যা সমাধানেরচেষ্টা করতে করতে হবে।'

# ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর

*প্রথম পাতার পর*

বলেন, বিপর্যস্ত এলাকায় আরও দু'দিন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে রাজ্যে এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে বাড়িতেই কাজ করার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজন যাতে এখনই নিজেদের বাড়ি না ফেরেন, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। যতদিন না পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে ততদিন এই নির্দেশগুলি চলবে। এর পাশাপাশি জমা জল থেকে মশাবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মশারি বিলির পরামর্শ দেন।

# হাওড়া কমিশনারেটের অধীনস্থ হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দক্ষিণেশ্বর থানাকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন থেকে বের করে এনে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে। নবান্নে এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যে বেলুড় পড়লেও দক্ষিণেশ্বর আছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আওতায়। কিন্তু নিত্যদিন প্রচুর দর্শনার্থী আসেন দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে। এদের অনেকেই দুই জায়গাতেই যান। তাঁদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা হয়। সেই সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কান অবধি গিয়েছে।

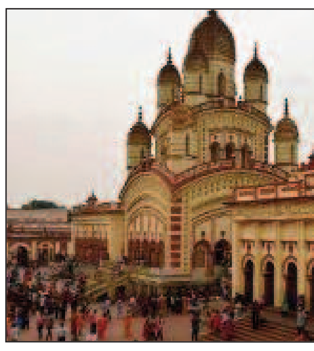

তারপরেই এদিন তিনি জানিয়ে দেন, দর্শনার্থীদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরকে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের আওতা থেকে সরিয়ে হাওড়া কমিশনারেটের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, 'বেলুড় হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত। এ বার দক্ষিণেশ্বরকেও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় আনা হবে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ছট নিয়েও মুখ খোলেন। জানান, 'ছট আসছে। ব্যারাকপুর, হাওড়া, হুগলি, চন্দননগরে অনেকগুলো ঘাট আছে। কলকাতার ঘাটগুলোতেও অনেক মানুষ যান। তাই প্রত্যেকটি ঘাট পরিষ্কার করতে হবে। ঘাটগুলির সিঁড়ি যাতে পিছল না থাকে, খেয়াল রাখতে হবে। ঘাটের কাছে ব্যারিকেড করতে হবে। পুলিশকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে একসঙ্গে সবাই না নামেন। যেহেতু ৭ নভেম্বর সন্ধেয় ছটপুজো, তাই ভালো করে ঘাটগুলিতে আলো লাগাতে হবে। ঘাটের কাছে ভিড়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাই ভিআইপিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।'

# 'আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে...'

*প্রথম পাতার পর*

নাকি? ওকে চ্যালেঞ্জ করছি। কলেজিয়ামে দুই জন বন্ধুকে ধরে জাজ হয়েছে। একদিন লিগাল পয়েন্টে একটা মামলা লড়ে দেখাক।'

অভিযোগ উঠেছিল জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের দিকে বোতল ছোঁড়ার চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। এবার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেই সৌজন্যের অভাবের অভিযোগ আনলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আমি নিজে আগেরদিন রাতে চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের জন্মদিন পালন করেছি। আমার হাতে ছ'টা সেলাই পড়েছে। ন্যূনতম সৌজন্য নেই, বিরোধীরা ছাড়া জেপিসির অন্য সদস্যরা আমায় জিজ্ঞেস করেনি যে কী হয়েছে। কমিটি রুম থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে পড়তে গিয়েছে। শতাব্দী সেই রক্তের ফোঁটা দেখে আমার কাছে পৌঁছেছে।'

# রাস্তার জমা জলে পড়ে মৃত্যু অস্থায়ী পুরকর্মীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুক্রবার ওডিশার ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র প্রকোপে হওয়া বৃষ্টির জেরে হাওড়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয় হাওড়া তাঁতি পাড়া এলাকা। সারাদিনের একটানা বৃষ্টির জেরে এখানে প্রায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। সেই জমা জল থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাতে। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম গৌতম চট্টোপাধ্যায় (৩৮)। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা। হাওড়া পুর নিগমের অস্থায়ী কর্মী হিসাবেই কর্মরত ছিলেন। জলের মধ্যে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তার দেহ উদ্ধার করে। এরপর স্থানীয় থানাতে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে চ্যাটার্জি হাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, প্রতিদিনের মতো ওই ব্যক্তি শুক্রবারও কাজে বেরিয়েছিলেন। ফেরার সময় কোনওভাবে জলে পড়ে যান। যদিও সেটা অসুস্থতার বা অন্য কোনও কারণে হতে পারে তাই নিয়ে নিশ্চিত নন কেউই। জমা জলের মধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো পড়েছিলেন বলেই স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। যদিও এলাকাবাসীদের দাবি রাস্তায় জল না থাকলে হয়তো তিনি বেঁচে যেতেন। এই ঘটনা নিয়ে হাওড়া পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে জল জমেছে। সেই জল নামানোর কাজ চলছে। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে যেকোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এভাবে আচমকা মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে মৃতের পরিবারে।

*বৃষ্টির জলে জলমগ্ন মহাত্মা গান্ধী রোড।*

*জল জমেছে কলেজ স্ট্রিটে, জল ঢুকেছে বইয়ে দোকানেও।*

# মোট ব্যবসা ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি বন্ধন ব্যাঙ্কের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বন্ধন ব্যাঙ্ক ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়, ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৭৩ লক্ষ কোটি টাকায়। মোট আমানতের জন্য ব্যাঙ্কের খুচরো শেয়ার এখন প্রায় ৬৮ শতাংশে দাঁড়িয়ে। এর পাশাপাশি ব্যাঙ্কের তরফে এদিন এও দাবি করা হয়, গত ত্রৈমাসিকে উৎসাহব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় প্রান্তিকের ব্যাঙ্কের আমানত আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে মোট আমানতের পরিমাণ এখন ১.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং মোট অগ্রিমের পরিমাণ ১.৩১ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি অ্যাকাউন্ট এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট (সিএএসএ) অনুপাত সামগ্রিক আমানত বইয়ের ৩৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (সিএআর) ব্যাঙ্কের স্থিতিশীলতার একটি সূচক, নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে ১৫.৬ শতাংশ বেশি।

ব্যাঙ্কের অন্তর্বর্তীকালীন এমডি ও সিইও রতন কুমার কেশ জানান, 'দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বন্ধন ব্যাঙ্কের অসাধারণ পারফরম্যান্স আমাদের গুণগত উন্নতির ধারাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে, যেখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কমপ্লায়েন্সের প্রতি আমাদের দৃঢ় মনোযোগ রয়েছে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে আমাদের গ্রাহকদের আস্থা এবং কর্মীদের পরিশ্রম। আমরা প্রযুক্তিতে আধুনিকত্ব আনার মাধ্যমে, প্রক্রিয়াগুলোকে আরও কার্যকর করে এবং পণ্য ও মানবসম্পদ উন্নত করে বন্ধন ব্যাঙ্ক ২.০-এর জন্য মজবুত ভিত তৈরি করছি।'

# অনলাইনে যৌনচক্রের ফাঁদ পেতে টাকা হাতানোর অভিযোগে ধৃত ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** অনলাইনে যৌনচক্রের ফাঁদ পেতে টাকা হাতানোর অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে দু'জনকে কাঁকসার আড়া এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার দু'জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। বিচারক তাদের চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল ঝাড়খণ্ডের গিরিডির বাসিন্দা এবং দ্বিতীয় জন ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের বাসিন্দা বিষ্ণুদেব প্রসাদ। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েক বছর ধরে কাঁকসা থানার আড়া এলাকায় একটি কল সেন্টার চালানোর নাম করে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল তারা। ভুয়ো কল সেন্টারের আড়ালে অনলাইনে যৌনচক্রের ফাঁদ পাতে সিন্টু মণ্ডল, কুন্দন মণ্ডল ও বিষ্ণুদেব প্রসাদ। বিশেষ অ্যাপসের মাধ্যমে একের পর এক মহিলার সঙ্গে পুরুষের যৌন মিলনের ছবি তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদেরকেই পাঠাত। এরপরেই তাদের কাছে মোটা টাকা দাবি করা হত। টাকা না দিলে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখানো হত বলে অভিযোগ। এই ভাবেই তারা লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন জনের কাছ থেকে হাতিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

গত মে মাসে কাঁকসা থানার মলানদিঘি ফাঁড়িতে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে কাঁকসা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ওই তিনজনের নাম উঠে আসে। এরপরেই তদন্তে নেমে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত হয়েছে তিনটি ভুয়ো আধার কার্ড, চারটি মোবাইল ফোন ও ছ'টি এটিএম কার্ড।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ২০২৪, ৯ কার্তিক, শনিবার

# উচ্চ প্রাথমিকের মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে, বড় স্বস্তিতে রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** উচ্চ প্রাথমিক মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে, বড়সড় স্বস্তিতে রাজ্য সরকার। আর শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগপত্র দিতে আর কোনও বাধা নেই। প্রসঙ্গত, ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ নিয়ে জটিলতা ছিল দীর্ঘদিন ধরে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ফের মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। এরপর শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ এই মামলা খারিজ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করে দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই হবে নিয়োগ। ১৪ হাজার শূন্যপদে কাউন্সেলিং শুরু হবে নিয়ম মেনে। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালতএও জানিয়ে দিয়েছে, নিয়োগে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না। এদিকে গত ২৮ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়ে জানায়, উচ্চ প্রাথমিকে নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। তার ভিত্তিতে তারা কাউন্সেলিং করে চাকরিতে নিয়োগ করবে। আদালতের ওই রায়ের ফলে প্রায় ৮ বছর পরে ১৪ হাজার ৫২ পদে নিয়োগ শুরু করেছিল এসএসসি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে মামলা হওয়ায় ফের জটিলতা তৈরি হয়।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৫ সাল থেকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে আছে। অর্থাৎ প্রায় ৯ বছর পর চাকরির আশা দেখছেন প্রার্থীরা। ২০২০ সালে হাইকোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিলেও প্যানেল প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয় ২০২৩ সালে। এরপর আবার মামলা যায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এভাবেই মামলার জটে আটকে ছিল নিয়োগ। এদিকে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যেই ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর নিয়োগে চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশই বহাল থাকবে। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, শূন্যপদের সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৩৯।

# চটিচাটা না হলে প্রাক্তন পুলিশ কর্তার মতোই হেনস্থা হতে হবে: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'বাংলার পুলিশ যারা মমতার চটিচাটা হবেন, তাঁরা বহাল তবিয়তে থাকবেন। আর যারা মমতার বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন। প্রাক্তন পুলিশ কর্তা পঙ্কজ দত্তের মতোই তাদের হেনস্থার শিকার হতে হবে।' নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার হালিশহর স্টেশন সংলগ্ন গৃহশ্রী অনুষ্ঠান বাড়ি কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের বৈঠকে হাজির হয়ে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত গুরুতর অবস্থায় বারাণসীর একটি হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন। ফিলোজফিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বারাণসী যান প্রাক্তন পুলিশ কর্তা পঙ্কজ দত্ত। উক্ত সোসাইটির তিনি রাজ্য শাখার সভাপতি। সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ দত্তের আচমকা অসুস্থতার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ব্যাখ্যা, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সরব হয়েছেন। পুলিশের বিভিন্ন তদন্তের গাফিলতি নিয়ে সমালোচনা করেছেন। অতিসম্প্রতি আর জি কর কাণ্ডের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তারপর তাঁকে সমন পাঠিয়ে বড়তলা থানায় ডেকে পঙ্কজ দত্তকে হেনস্থা করা হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে এদিন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'আজকে পঙ্কজ দত্তের মতো একজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে হেনস্থা হতে হচ্ছে। উনি একজন নামকরা ইমানদার আইপিএস অফিসার ছিলেন।' তাঁর দাবি, যারা মমতার বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন, তাদের হেনস্থার শিকার হতেই হবে। অপরদিকে এদিনের কার্যকরিনী বৈঠকে হাজির হয়ে নৈহাটি কেন্দ্রের দলীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক তথা প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায় বলেন, 'বাংলায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ চলছে। সেই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তি চাইছে নৈহাটি তথা বাংলার মানুষ।' তাঁর দাবি, আজ তৃণমূল যে ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। সেই ঔদ্ধত্য ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেখিয়েছিল কংগ্রেস। পরবর্তীতে সেই ঔদ্ধত্য ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দেখিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু বাংলার মানুষ ঔদ্ধত্য, অহংকার এসব পছন্দ করে না। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জনতার আন্দোলন নিয়ে তাপস রায় বলেন, 'বাংলার মানুষ তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এত বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমন গণআন্দোলন আগে দেখিনি কখনও।' এদিনের নির্বাচনী বৈঠকে হাজির ছিলেন নৈহাটি কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্র, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি যথাক্রমে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক দাস, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

# নটোরিয়াস ক্রিমিন্যালের প্রেক্ষিতে অনিকেতকে বিঁধলেন অরূপ-কুণাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে ৫৩ জন ডাক্তারি পড়ুয়াকে 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল' বলে আক্রমণ শানিয়ে ছিলেন অনিকেত মাহাতো। এবার তাঁদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠল আর এক 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল'কে আশ্রয় দেওয়ার। এদিকে এই অনিকেতের বিরুদ্ধেই শাসকদলের তরফ থেকে অভিযোগ উঠছে, ২০২১ সালে এক মেডিক্যাল ছাত্রীর মৃত্যুতে অভিযুক্ত ডাক্তারি পড়ুয়া শাহবাজ শেখ থ্রেট কালচারের অভিযোগ থেকে পার পেয়ে গেছেন অনিকেতদের লবিভুক্ত হওয়ার জন্য। এই ঘটনা সামনে এনে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তীকে। এরপর এক্স হ্যান্ডেলে সেই পোস্ট তুলে ধরে সরব হন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। সরকারি হাসপাতালে থ্রেট কালচার বন্ধ করতে আন্দোলনকারীদের দেওয়া নামের তালিকা অনুযায়ী ৫৩ জন ডাক্তারি পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় নবান্নে আন্দোলকারী ডাক্তারি পড়ুয়া অনিকেত মাহাতো দাবি করেছিলেন, এই ৫৩ জন 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল'।

জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে দাবি করার পরই অনিকেতদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ফেসবুকে লেখেন, 'মধুমিতা ঘোষ, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ২৬শে জানুয়ারী ২০২১, তাকে হোস্টেলের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় যখন পাওয়া যায় ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মেয়েটির বাবা মা ওই কলেজের প্রথম বর্ষের মেডিক্যাল ছাত্র শাহবাজ শেখের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। কলেজে দাদাগিরি, থ্রেট কালচারের সাথে মধুমিতা ঘোষের খুনে অভিযুক্ত সেদিনের সেই শাহবাজ এখন থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে ডায়ালগ দিচ্ছে সঙ্গে জাস্টিসের স্লোগান। আর অনিকেত মাহাতোদের দেওয়া নটোরিয়াস ক্রিমিনালের লিস্টে কিন্তু এর নাম থাকে না, কারণ উনি অনিকেতদের লবির।' এখানেই শেষ নয়, ২০২১ সালের সেই এফআইআর কপি এবং মধুমিতার বাবার অভিযোগপত্র তুলে ধরে অরূপ আরও লেখেন, 'আশা করব জুনিয়র ডাক্তারবাবুরা এবারে পরিষ্কার করে জানাবেন যে, এই শাহবাজ শেখ তিনি সমাজসেবী নাকি নটোরিয়াস ক্রিমিনাল! অপেক্ষায় রইলাম।' অরূপ চক্রবর্তীর সেই পোস্ট এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন কুণাল ঘোষও। জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এহেন বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কী আন্দোলনের নামে হাসপাতালে নয়া লবি তৈরি করেছেন অনিকেতের মতো জুনিয়র ডাক্তাররা? ঘুঘুর বাসা ভাঙার নামে হাসপাতালে তৈরি করা হচ্ছে নয়া ঘোঁট? যার ছত্রছায়ায় থাকলে 'সাত খুন মাফ'?

এদিকে আর জি করে 'থ্রেট কালচার'-এর নামে শাস্তিপ্রাপ্ত ৫৩ জন জুনিয়র ডাক্তারকে 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল' বলে আক্রমণ করায় আন্দোলনকারী ডাক্তার অনিকেত মাহাতোর বিরুদ্ধে দায়ের হয় মানহানি মামলা। বৃহস্পতিবার মানহানি মামলার আইনি নোটিস দেন আদালতের রায়ে সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়া জুনিয়র ডাক্তার অতনু বিশ্বাস। আইনজীবী মারফৎ আইনি নোটিস পাঠিয়ে অতনু জানান, 'তিনদিনের মধ্যে প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমে ক্ষমা না চাইলে মানহানির মামলা করব। নবান্নের সরকারি বৈঠকে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, শীর্ষ পুলিশকর্তাদের উপস্থিতিতে কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আমাদের ৫৩ জনকে 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল' ও শ্লীলতাহানিকারী বলে কালিমালিপ্ত করেছেন। উনি তিনদিনের মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে হাই কোর্টে মানহানির মামলা করা হবে।'

# কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজে গণ কনভেনশনের অনুমোদন বাতিল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজে অনুমোদন বাতিল গণ কনভেনশনের। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। এদিকে 'ডানা'র কারণ দেখিয়ে অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শনিবার দুপুরে কল্যাণী মেডিক্যালে ছিল কনভেনশন। এদিকে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, শুক্রবার সকাল থেকেই শক্তিক্ষয় হতে শুরু করেছে ডানার। ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ের তকমা হারিয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ কেটে যাওয়ার পরও কেন বাতিল অনুমোদন? উঠছে প্রশ্ন। আর এই প্রশ্ন তুলে সুর চড়াচ্ছেন সব সিনিয়র চিকিৎসকেরা। এরপরই জানা যায়, শনিবার দুপুরে বিকল্প স্থানে আরজি করের তরুণী চিকিৎসক হত্যার বিচারে দাবিতে কনভেনশন হতে পারে।

প্রসঙ্গত, অভয়া ওই তরুণী কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজেরই ছাত্রী। সেই কলেজে অনুমোদন না পাওয়া দুর্ভাগ্যজনক, বলছেন সিনিয়র চিকিৎসকেরা। এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক নেতা অর্জুন দাশগুপ্ত জানান, 'কল্যাণীতে জুনিয়র ডাক্তার ও সিনিয়র ডাক্তারদের কনভেনশন রয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে এই কনভেশনের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কোনও অদ্ভুত কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্তে তাঁদের হল ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। এদিকে ভুলে গেলে চলবে না কল্যাণী মেডিক্যাল কিন্তু অভয়ার নিজের কলেজ। অনুমতি না দেওয়ার পিছনে ডানার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ডানা তো অন্যদিকে চলে গিয়েছে। এখন কী সমস্যা সেটা বুঝতে পারলাম না।'

# শুক্রবার সকাল থেকেই ছন্দে ফেরে রেল পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডানা ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় লোকাল ট্রেন বন্ধ রাখার কথা আগেই জানানো হয়েছিল রেলের তরফে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকার কথা ছিল। তবে শুক্রবার সকালে নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে থেকেই রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হয় শিয়ালদা ডিভিশনে। সব লাইনের লোকাল ট্রেন চালু হয় এদিন সকাল থেকে। তবে যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। একই ছবি দেখা যায় হাওড়া স্টেশনেও।

এদিকে আবার বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ওড়িশার ধামরা, ভিতরকণিকার কাছে ল্যান্ডফল হয় ঘূর্ণিঝড় ডানার। তার প্রভাব পড়ে বাংলার উপকূলেও। তবে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা সেভাবে চলেনি, রক্ষা পেয়েছেন উপকূল এলাকার বাসিন্দারাও। ঘূর্ণিঝড়ে রেললাইনেও তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি বলে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে খবর। ফলে, ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। ছন্দে ফিরছে স্টেশনগুলিও। এদিন সকাল ১০টার আগেই নামখানা, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং-সহ বিভিন্ন জায়গায় ট্রেন চালু হয়ে যায়। সকাল থেকেই স্টেশনে পৌঁছে যান সাধারণ মানুষ। তবে কোনও কোনও ট্রেন আধ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। তাই স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়েছে যাত্রীদের।

দুর্যোগের কারণে অনেকেই বাড়ি থেকে বের হননি এদিন। আবার কেউ কেউ ট্রেন চলাচল নিয়েও অনিশ্চয়তায় ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে বনগাঁ শাখার ট্রেন চললেও হাসনাবাদ শাখায় ট্রেন চলেনি। সেই পরিষেবাও শুক্রবার স্বাভাবিক করা হয়।

এদিকে, দূরপাল্লার ট্রেনের ক্ষেত্রেও নতুন করে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। আগে থেকে বাতিল হওয়া ট্রেন বাদে সবই চলবে স্বাভাবিক সময়ে।

# ফের ৬ দফা দাবিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি জুনিয়র চিকিৎসকদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দশ দফার পর এবার ৬ দফা দাবিতে ফের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সূত্রে খবর, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সমস্যার দ্রুত সমাধান, টাস্ক ফোর্সের বৈঠক, সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম সর্বত্র চালু এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত দেওয়া-সহ একগুচ্ছ দাবি রয়েছে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের এই চিঠিতে। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে ইমেলের মাধ্যমে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে এই চিঠি পাঠানো হয়।

এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে লেখা চিঠিতে মোট ৬ দফা দাবি তুলেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। ভূমিকাতেই তাঁরা লিখেছেন যে এসব নিতান্তই পরামর্শ নয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। কেন্দ্রীয় রেফারেল সিস্টেমের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জনস্বার্থে ভালোভাবে প্রচার করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা, বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এনিয়ে অবশ্য এখনও প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য শুধুমাত্র কিছু কমিটি তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, তা কতটা সক্রিয় এবং কার্যকর, তাও দেখার দায়িত্ব সরকারের। আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে জুনিয়র চিকিৎসকদের। দফায় দফায় সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও একাধিকবার তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দাবি দাওয়া শুনেছেন, সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের দাবি মেনে ১০ দফা দাবির মধ্যে ৭টি ইতিমধ্যে পূরণ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র জুনিয়র চিকিৎসকদের নিরাপত্তাই নয়, রোগী স্বার্থেও বেশ কিছু দাবি রয়েছে তাঁদের। যার মধ্যে অন্যতম সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম। এই পদ্ধতি সব হাসপাতালে চালু করতে হবে বলে এদিনের চিঠিতে উল্লেখ করেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কারণ, তাঁদের মতে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের স্বার্থে এসব এখনই প্রয়োগ করা জরুরি। এনিয়ে মুখ্যসচিবের তরফে ইতিবাচক পদক্ষেপ আশা করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

# দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু স্বাস্থ্য দপ্তরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইয়ের চিঠির জবাব পাঠানো হল স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। সেখানে জানানো হয়েছে, দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সিবিআইয়ের চিঠির জবাব দিয়ে জানিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সিবিআই সূত্রে দাবি, ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের দেবাশিস সোম ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সুজাতা ঘোষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে দেবাশিস সোমকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। ৯ অক্টোবর সিবিআই চিঠি দিয়ে এই দুই চিকিৎসকের দুর্নীতি যোগের কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তরকে। আরজি কর দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিঠি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

আর্থিক দুর্নীতিতে চিকিৎসক দেবাশিস সোম জড়িত, এমনই তথ্য প্রমাণ হাতে এসেছে সিবিআইয়ের, তা জানিয়ে রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুর্নীতিতে একাধিক চিকিৎসক-সহ একাধিক ব্যক্তির যোগ রয়েছে, রাজ্যকে পাঠানো চিঠিতে এমনই উল্লেখ করেছিল সিবিআই। সেই চিঠি স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিতে অ্যানাসথেসিওলজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাক্তার সুজাতা ঘোষ ও ফরেনসিক মেডিসিনের ডেমনস্ট্রেটর ডাক্তার দেবাশিস সোম-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। দুর্নীতিতে এদের যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করে সিবিআই। একইসঙ্গে থ্রেট কালচারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করুক স্বাস্থ্য দপ্তর, চিঠিতে আবেদন করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই চিঠির প্রেক্ষিতেই এবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সিবিআই-কে জানানো হল দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

# ৬ উপনির্বাচনে জয় আনতে সাংসদ-মন্ত্রীদের প্রচারে নামাচ্ছে তৃণমূল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যের ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচনেই জয় ছিনিয়ে আনতে অধিকাংশ কেন্দ্রে দলের সাংসদ-মন্ত্রীদের প্রচারের ময়দানে নামাচ্ছে তৃণমূল। এদিকে আবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণত উপনির্বাচনে প্রচার করেন না। চোখে অস্ত্রোপচারের কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শেষ পর্যন্ত প্রচার করতে পারবেন কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। যেমন, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার ও নির্বাচনী সংগঠন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিককে। তালড্যাংরায় ভোট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। মেদিনীপুর বিধানসভায় প্রচারে সাংসদ জুন মালিয়া। অর্থাৎ, দলকে ৬-০ তে জেতানোর চ্যালেঞ্জ পার্থ, সুজিত, অরূপ, জুন, জগদীশ, প্রকাশদের হাতে।

বিজেপির হাতে থাকা মাদারিহাট এবার ছিনিয়ে নিতে চায় তৃণমূল। সেখানে জোড়াফুল ফোটাতে মাঠে নেমেছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক। হাড়োয়া কেন্দ্রে দলের দুর্গ অটুট রাখার দায়িত্বে সুজিত বসু, রথীন ঘোষ এবং নারায়ণ গোস্বামী। সিতাইয়ে ভোট ম্যানেজমেন্টে সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া। এর পাশাপাশি এই ছয় বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যপূরণে প্রার্থী করা হয়েছে দীর্ঘদিন সংগঠন করা নেতাদেরই।

সনৎ দে নৈহাটিতে টিকিট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার শুরু করেন পার্থ ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'সমস্ত কর্মিসভা হয়ে গিয়েছে। শনিবার থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রোজ সকালে চারটি ওয়ার্ডে প্রচার করব। সন্ধ্যায় প্রচার গ্রামীণ এলাকায়।' পাশাপাশি হাড়োয়া কেন্দ্রেও যাবেন তিনি। আবার, বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে মেদিনীপুরের প্রার্থী সুজয় হাজরার হয়ে প্রচারে নেমেছেন সাংসদ জুন। এই প্রসঙ্গে জুন এও জানান, 'সুজয়কে বলেছি, নির্বাচনী প্রচারের সূচি আমাকে দিতে। সেই সূচি অনুযায়ী মিছিল, জনসভা, জনসংযোগ করব।'

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে দলের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক বুধবার মাদারিহাটের প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোর মনোনয়ন দাখিল কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে জয়প্রকাশের নাম প্রস্তাব করেছিলেন প্রকাশ ও গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। প্রকাশের কথায়, 'কালীপুজোর সময়ে ক'দিন বাদ দিয়ে প্রার্থীর হয়ে টানা প্রচার করব। চা-বাগানেও বাড়ি বাড়ি প্রচার হবে। চলবে মিছিল, সভা।'

তালড্যাংরার প্রার্থী ফাল্গুনি সিংহবাবুকে বড় মার্জিনে জেতাতে ময়দানে নেমেছেন সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। গত বুধবার তাঁর এমপি স্টিকার দেওয়া গাড়িতেই মনোনয়ন দাখিল করেন প্রার্থী। অরূপও ছিলেন সঙ্গে। সে দিন ১০ হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলেন বলে অরূপ জানান। সাংসদের কথায়, 'প্রার্থীকে নিয়ে প্রথমে একটি কর্মিসভা করব। এছাড়া গ্রামে বাড়ি বাড়ি প্রচার হবে। হবে রোড-শো, সভাও।' নির্বাচনী প্রচার চালাতে কোন নেতা কোন কেন্দ্রে যাবেন, কেন্দ্রীয়ভাবে সেই তালিকা শিঘ্রই চূড়ান্ত করবেন দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। তা অনুযায়ীই নেতানেত্রীরা প্রচারে যাবেন।

# প্রাথমিকে 'ভুল' প্রশ্নের মামলায় হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ২০২২ সালের প্রাথমিকের প্রশ্ন ভুল সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই 'ভুল' প্রশ্ন খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হবে বলে এবার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।

শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে শুনানি ছিল। সেই বেঞ্চ হাইকোর্টের নির্দেশকেই মান্যতা দেয়। প্রসঙ্গত, প্রশ্ন 'ভুল' ছিল বলে অভিযোগ তুলে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলায় আদালত 'ভুল' প্রশ্ন খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিল। পরে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ এদিন প্রশ্ন তোলে, প্রশ্ন ভুলের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে অসুবিধা কীসের। শীর্ষ আদালতের ওই পর্যবেক্ষণের পরে মামলাকারীরা মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। ওই মর্মে মামলাটিকে নিষ্পত্তি করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।২০১৭ এবং ২০২২ সালের প্রাথমিকে টেটের প্রশ্ন 'ভুল' ছিল বলে অভিযোগ তুলেছিলেন চাকরি প্রার্থীদের একাংশ। মূল মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, ২০১৭ সালের টেটে ২৩টি প্রশ্ন 'ভুল' ছিল। আর ২৪টি প্রশ্ন 'ভুল' ছিল ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায়। ওই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, প্রথম টেটের প্রশ্ন খতিয়ে দেখবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি খতিয়ে দেখবে পরের টেটের প্রশ্ন। সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বদল হয়। ডিভিশন বেঞ্চ বলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত হবে ওই কমিটি। এরপরই শীর্ষ আদালতে মামলা হয়।

সম্পাদকীয়

## শাসানির সুর সজোরে সপাটে ধ্বনিত হল সেদিনের বৈঠকে

সে দিনের বৈঠকের কয়েকটি মুহূর্ত এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে 'স্মরণীয়'। একটি প্রকাশ্য বৈঠকে, যার 'লাইভ স্ট্রিমিং' হচ্ছে, সেখানে ছাত্র ও সহকর্মীদের সামনে, এবং রাজ্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানদের উদ্দেশ্য করে যে ভাবে ও ভঙ্গিতে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী, তাতে মনে হয় তাঁর মাথায় একটি সম্পর্কই প্রধান জায়গা নিয়েছে প্রভু-ভৃত্য। আর জি কর কর্তৃপক্ষ কেন সাতচল্লিশ জনকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে যে প্রবল তর্জনে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী, তাতে সচেতন নাগরিক দর্শক হিসাবেই লজ্জিত বোধ করলেন সে দিন। সেখানকার অধ্যক্ষ ও কাউন্সিল ঠিক করেছেন না ভুল, তা অবশ্যই আইনত বিচার্য; বাস্তবিকই হাই কোর্ট তাঁদের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছে গত মঙ্গলবারেই। কিন্তু আসল সমস্যা তো বিষয়ের গভীরে নয়, বিষয় আলোচনার সুরে ও স্বরে। একই রকম শাসানির সুর সজোরে সপাটে ধ্বনিত হল পরীক্ষার পুরনো নম্বর নতুন করে পুনর্মূল্যায়ন জাতীয় হুমকিতে, যা যুক্তিতে ঠিক হোক বা না হোক, কথনভঙ্গিতে স্পষ্টত স্বৈরতান্ত্রিক। বিগত তেরো বছরের শাসনকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভঙ্গিটি রাজ্যবাসী বারংবার দেখেছেন, বিবিধ ঘটনার অনুষঙ্গে। পার্ক স্ট্রিট বা কামদুনি কাণ্ডের নির্যাতিতার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান, অনুব্রত মণ্ডল বা আরাবুল ইসলামের মতো দলীয় নেতার ন্যক্কারজনক কীর্তিকলাপকে অবারিত প্রশ্রয়দানে, 'ছোট ছেলেরা ছোট ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে' ধরনের একাধিক অন্যায় ও অমার্জনীয় ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মমতা বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে নাগরিক সহমর্মিতার দূরত্ব অনেক যোজন। যে নেত্রী এক দিন নাগরিক বিক্ষোভের পথ ধরে উঠে এসেছিলেন ক্ষমতায়, নিজে শীর্ষ শাসক হয়ে তিনিই জানিয়ে দিয়েছেন, নাগরিক সমাজ তাঁর প্রশাসনের কাছে হুমকিবাজদের থেকে আশ্রয় চাইতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থমনোরথ হবেন। আজ আর জি কর ঘটনার অভিঘাতে যে প্রশ্নগুলি উঠে এসে বিপুল জনজাগরণ তৈরি করেছে, মুখ্যমন্ত্রী কি মনে করেন এই পথে তার দাবি ও আকাঙ্ক্ষা মেটানো সম্ভব?

### শব্দবাণ-৮২

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৫ | | | ■ | ৬ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ৭ | | ৮ | ■ | ৯ | | ১০ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ১১ | | | ■ | ১২ | | |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. বক্ষোজাত ৩. উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ, যা চাষির প্রাপ্য ৫. প্রকাশ ৬. বড়ো কাটারিবিশেষ ৭. ব্যয় ৯. সান্ত্বনা, আশ্বাস ১১. লজ্জা ১২. গৌরব, গরিমা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. পাথর দিয়ে তৈরি ২. সমন্বিত ৩. ত্রিগুণ ৪. অতিরিক্ত মোটা ৭. নোংরা, ময়লা ৮. চক্ষু ৯. যথেষ্ট, পর্যাপ্ত ১০. ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী।

### সমাধান: শব্দবাণ-৮১

**পাশাপাশি:** ২. চলৎশক্তি ৩. পারতপক্ষে ৬. বিলীয়মান ৭. গিরিকন্দর।

**উপর-নীচ:** ১. মানসকবি ২. চট্টোপাধ্যায় ৪. তখনকার ৫. ক্ষেত্রাধিকারী।

### জন্মদিন

### আজকের দিন

রবীনা ট্যান্ডন

১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এস বঙ্গরাপ্পার জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রবীনা ট্যান্ডনের জন্মদিন।*

# পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প

## হাতেকলমে শেখার ধারণার গণতান্ত্রিকীকরণ

**ভি. অনন্ত নাগেশ্বরণ**
**এবং**
**দীক্ষা সুপায়াল বিস্ত**

আপনাদের রীনার কথা বলি। রীনা ভারতের একটি টিয়ার-৩ শহরের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক। তার কলেজে কোনো প্লেসমেন্ট সেল নেই। তাই পরীক্ষায় চমৎকার ফল করা সত্ত্বেও তার সামনে এখন তিনটি বিকল্প। হয় তাকে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, অথবা কাছের কোনো স্কুলে পড়াতে হবে (তার পড়াবার ইচ্ছা থাক বা না থাক), অথবা বিয়ে করতে হবে। সার্বিকভাবে দেখলে ভারতের যুব সমাজের (১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমা) এক-তৃতীয়াংশ এবং তরুণীদের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষা, চাকরি বা প্রশিক্ষণ (htþtþps//tþinyuþrl.com/yd675uþ5j) কোনো কিছুর সঙ্গেই যুক্ত নয়। দেশের যুব সমাজের একটা বড় অংশ এমন প্রত্যন্ত জায়গায় থাকে, যেখানে বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুযোগ নেই। এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি চালু হওয়া পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প (পিএমআইএস) বাজারের নেতৃত্বাধীন, যুব সমাজ চালিত এক সমাধানের পথ খুলে দেয়। যুব সমাজের ক্ষমতায়নের যে অঙ্গীকার সরকার করেছে, এটি তারই অঙ্গ।

এই প্রকল্পের আওতায় যুব সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশকে শীর্ষস্থানীয় ৫০০টি কোম্পানীতে ১২ মাস ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়া হয়। ২১ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, যারা নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে এসেছেন এবং যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিক থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত (আইআইটি স্নাতক, সিএ প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে না), তারা এই প্রকল্পের আওতায় আসার যোগ্য। এই প্রকল্পে শিক্ষানবীশদের মাসিক ৫০০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৪৫০০ টাকা দেয় সরকার, বাকি ৫০০ টাকা দেয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানী। এছাড়া আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে আরও ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়। চলতি বছরে এই প্রকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে ১ লক্ষ ২৫ হাজার তরুণ তরুণীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাঁচ বছরে ১ কোটি তরুণ তরুণীর কাছে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের খরচ নির্বাহের জন্য কোম্পানীগুলি তাদের সামাজিক দায়িত্ব সংক্রান্ত তহবিলের টাকাও খরচ করতে পারবে।

ইন্টার্নশিপ দীর্ঘদিন ধরেই তরুণ চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিদাতাদের পারস্পরিক সুবিধাজনক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা গবেষক এবং প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা কর্মনির্ভর শিক্ষার গুরুত্ব আগেই স্বীকার করেছেন। ডেভিড কোবস, জন ডিউই, কার্ট লিউইস-এর মতো শিক্ষাবিদরা হাতেকলমে শিক্ষার যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেছেন, তা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় শ্রমশক্তির উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ইন্টার্নশিপের ফলে যোগাযোগের ক্ষমতা, সহযোগিতার মনোভাব, সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় ইন্টার্নশিপ, তরুণ চাকরি প্রার্থীদের কাছে শুধু একটি সুযোগ নয়, এক রূপান্তরমূলক অভিজ্ঞতাও বটে। এর ফলে, কর্পোরেটের বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। কলেজে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে শান্ত পরিবেশে যে পড়াশোনা তারা করেন এবং তাদের যা শেখানো হয়, তার থেকে এই দুনিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। এই ইন্টার্নশিপের ফলে নিজেদের কেরিয়ার গঠনের পাশাপাশি চাকরি প্রার্থীরা দায়িত্বশীলতা, সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলগত কাজ এবং সময়ের সুচারু ব্যবস্থাপনার বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ পাবেন। ছোট শহর ও গ্রামের তরুণ তরুণীরা প্রতিভাসম্পন্ন, সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময়েই কর্মজগতে প্রবেশের পথ খুঁজে পান না। ইন্টার্নশিপ সেই সমস্যা দূর করবে। এছাড়া এর মাধ্যমে তারা অনর্গল ইংরেজি বলতে, ই-মেলের নিয়মকানুন জানতে, কম্পিউটার ব্যবহার করতে, এমএস অফিস কাজে লাগাতে শিখবেন। নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য ইন্টারনেট কিভাবে সার্চ করতে হয়, তাও তাদের জানা হয়ে যাবে। ভারতের প্রথমসারির প্রতিষ্ঠান ও পেশা সংক্রান্ত পাঠ্যসূচিগুলিতে ইন্টার্নশিপ আগে থেকে থাকলেও রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ কলেজগুলিতে এই সুযোগ পাওয়া যায় না। সেইসব জায়গায় কেরিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শ ও চাকরিমুখী নেটওয়ার্কিং-এ কোনো ব্যবস্থাই নেই। পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প এইসব ছোট শহরের তরুণ তরুণীদের বড় শহরের বাসিন্দাদের সমকক্ষ করে তুলবে, এদের সামনে চাকরির দরজা খুলে যাবে। এছাড়া আর্থিক স্বাধীনতালাভের ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, তারা আরও বড় লক্ষ স্থির করতে প্রাণিত হবেন। তরুণীদের ক্ষেত্রে আর্থিক স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ তাদের বিয়ের বয়স, বিয়ের শর্তের মতো বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

আবার নিয়োগকর্তাদের দিক থেকে, ইন্টার্নশিপ একজন প্রার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখার ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতিই শুধু নয়, একইসঙ্গে দক্ষতা সংক্রান্ত ফারাক মেটানোর এবং সামাজিক দায়িত্ব সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা পূরণেরও এক চমৎকার হাতিয়ার। ১২ মাস ধরে কোনো কোম্পানী একজন ইন্টার্নের আইকিউ এবং ইকিউ ভালো করে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। তদৃষ্টিভঙ্গি দেখে নিয়োগ এবং দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণদ-এর বহু সমাদৃত যে কৌশল রয়েছে, এর মাধ্যমে কোম্পানী তা প্রয়োগেরও সুযোগ পায়।

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং পিছিয়ে পড়া প্রেক্ষাপট থেকে আসা যুবক যুবতীদের সামনে সমানভাবে কাজের সুযোগ এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বিশেষ উপযোগী। যেসব তরুণ তরুণী পাশ করে বের হচ্ছেন, তাদের সামনে ইন্টার্নশিপ এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। এর ফলে, চাকরির উপযোগী দক্ষতা না থাকায় প্রতিভা অপচয়ের ঘটনা কমবে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে এই সেতুবন্ধন আজকের এআই-এর যুগে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধন-শ্রম অনুপাতের উপরেও প্রভাব ফেলবে।

কোম্পানীগুলিতে এত বিপুল সংখ্যক ইন্টার্নের জন্য ব্যবস্থা করা, টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলি থেকে ইন্টার্ন নির্বাচনে শীর্ষস্থানীয় ৫০০টি কোম্পানীকে আগ্রহী করে তোলা যে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের বিষয় তা অনেকে বলছেন। আবার একজন চাকরি প্রার্থীকে যখন তার নিজের শহর থেকে অন্যত্র গিয়ে ইন্টার্নশিপ করতে হচ্ছে, তখন যে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে, তাতে তার চলবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। এক্ষেত্রে দূরে গিয়ে কাজ করা, মেট্রো শহরের বাইরে অফিস ও কারখানাগুলিতে নিয়োগ করা এবং অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এক অনুঘটক। এর ব্যাপক প্রচার ও নিপুণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ভারতের জনবিন্যাসগত যে সুবিধা রয়েছে তার সদ্ব্যবহারে এই প্রকল্প বিশেষ সহায়ক। প্রকল্পের সূচনা থেকেই কর্পোরেট মহল এর প্রতি যে আগ্রহ দেখিয়েছে, তাতে এর সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ভারতীয় যুব সমাজকে দক্ষ করে তোলা, তাদের কর্মসংস্থানের যোগ্য করে তোলা এবং সর্বোপরি তাদের জীবিকার সুযোগ বাড়ানো।

***লেখক: ভি. অনন্ত নাগেশ্বরণ ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। দীক্ষা সুপায়াল বিস্ত ভারতীয় অর্থনৈতিক সেবার একজন আধিকারিক। মতামত ব্যক্তিগত***

# বাজি পোড়ানো বন্ধ করতে নিতে হবে কয়েকটি পদক্ষেপ

**সিদ্ধার্থ সিংহ**

দূষণের মাত্রা যাতে না বাড়ে সে জন্য বহু বছর আগে থেকেই সরকার যে ভাবে রাজ্যবাসীর কাছে বাজি পোড়ানো বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে আসছে, তা শুধু প্রশংসারই যোগ্য নয়, মানবিকও বটে।

কিন্তু শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদন, সতর্কতা, নিষেধাজ্ঞা, নতুন নতুন আইন জারি কিংবা ভয় দেখালেই অথবা সচেতনতামূলক প্রচার চালালেও আমজনতার এই বাজি পোড়ানো বন্ধ করা যাবে বলে মনে হয় না।

বন্ধ করার জন্য সরকারকে এক্ষুনি কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। আর সেই পদক্ষেপ নিলেই, শুধু কালীপুজো বা এই মরসমে যে ক'টা পুজো বা উৎসবে বাজি পোড়ানো হয় বা হতে পারে বলে অনুমান করা যাচ্ছে, সেই বাজি পোড়ানো অবশ্যই একেবারে বন্ধ করা যাবে এবং বাজি পোড়ানোর সম্ভাব্য দিনগুলোতে তা হলে আর প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও নজরদারীও চালাতে হবে না।

আর এগুলো করার জন্য প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হল, যেখানে যত বাজি ইতিমধ্যেই মজুত আছে, আড়তদারদের কাছ থেকে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং যে সব জায়গায় বাজি তৈরি হয়, সেই কারখানাগুলোকে এক্ষুনি বন্ধ করে দিতে হবে। আর যাঁরা কাঁচামাল বিক্রি করেন অন্তত এই ক'টা দিন সেই সব জায়গাতে প্রশাসনের তরফ থেকে নজর রাখা উচিত। নজর রাখা উচিত, ভিন রাজ্য থেকে যাতে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে কোনও বাজি ঢুকতে না পারে। খেয়াল রাখতে হবে, বাজির মূল ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গের বাউরিয়াতে যাতে কোনও*বাজির চিহ্ন না থাকে।

আর এ সব করতে হলে প্রথমেই বরাদ্দ করতে হবে একটি আর্থিক প্যাকেজ। কারণ যে সব শ্রমিক বাজি বানান, তাঁরা ক'টা টাকার জন্যেই বাজি বানান। যদি তাঁদের সেই টাকাটা হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা হলে বাজি বানানো থেকে তাঁরা অবশ্যই বিরত থাকবেন বলে মনে হয়।

সেই বিরত থাকাটাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য তাঁদের যদি সতর্ক করে দেওয়া হয় — এর পরেও যদি তাঁরা বাজি বানান, তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধরা পরলে শুধু জেলই নয়, জরিমানাও লাগু করা হবে।

যাঁরা ছোটখাটো ব্যবসা করেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই এই ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করে ফেলেছেন, তাঁদেরও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত।

এর পরেও যদি কেউ বাজি ফাটান, তা হলে যে বহুতল বা পাড়ায় বাজি ফাটার শব্দ বা আলোর রোশনাই চোখে পড়বে, সেই বহুতল বা পাড়ার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আগেই ঘোষণা করা দরকার।

কার্যকর করা দরকার, কেউ বাজি ফাটাচ্ছেন ধরা পড়লেই দলমত নির্বিশেষে তাঁকে যাতে তখনই গ্রেফতার করা এবং তিনি যাতে বেল না তার ব্যবস্থা করা। জরিমানা করা দরকার বিপুল অঙ্কের টাকার।

এই কর্মযজ্ঞে অবশ্যই শামিল করা যেতে পারে স্থানীয় ক্লাব, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং আমজনতাকে।

কালীপুজোর অন্তত পনেরো দিন আগেই তাঁদের নিয়ে আলোচনায় বসতে পারে লোকাল থানাগুলোও।

না হলে সরকারের তরফ থেকে যত বার বাজি ফাটানো বা পোড়ানোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে, যেহেতু নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ*চিরকালীন, তাই তাঁরা সেই বাজি দরকার হলে দ্বিগুণ, তিন গুণ, এমনকী দশগুণ দাম দিয়েও কিনবেন। এবং নিজেকে কেউকেটা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা সেটা পোড়াবেনই।

সুতরাং একমাত্র উপায় হল, আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে এই পদক্ষেপগুলো খুব সুস্থ এবং সঠিক ভাবে নেওয়া। একমাত্র তা হলেই এই মরসুমে বাজি পোড়ানো বন্ধ করা যাবে।

## আনন্দকথা

কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বারবার আলিঙগন করিলেন। বলিতেছেন, "তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে!!!"

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে. রাত প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। উত্তরের লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে বারান্দার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলে, "তুই আমার কি করবি?"

মা যার সহায় তার মায়া কি করিতে পারে। এই কথা কি বলিতেছেন?

নরেন্দ্র, মাস্টার, প্রিয় রাত্রে থাকিবেন। নরেন্দ্র থাকিবেন; ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই। রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত। শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন। রুটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্তেরা খাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন; সুরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন।

*(ক্রমশঃ)*

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ডানার দাপটে ক্ষতির আশঙ্কা সুগন্ধি ধানে, কপালে চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** ডানার হানা! আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা সুগন্ধি ধানে, কপালে চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের।

বৃহস্পতিবার রাতে ওড়িশার উপকূলে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় ডানা। ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই ডানার প্রভাব পড়তে শুরু করে গোটা পশ্চিমবঙ্গে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে। আকাশে কালো মেঘ দেখেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে জেলার কৃষকদের। শুক্রবার সকাল থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঠ ভরা ধান, খেত ভরা সবজি ও বিভিন্ন ধরনের ফসল ডানার প্রভাব পড়তেই বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলা, যাকে বলা হয় বাংলার শস্যভাণ্ডার। এই সময় আমন ধান আর সুগন্ধি ধানের চারা গাছে সবুজ হয়ে থাকে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ কৃষি খেত। যেখানে প্রায় ৩ লক্ষ ৮১ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়। সেই খেতেই থাবা বসিয়েছে ডানা। বৃহস্পতিবার রাত্রি থেকেই শুরু হয়েছে হাল্কা বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। শুক্রবার সকাল হতেই বেড়েছে বৃষ্টির পরিমাণ সঙ্গে দমকা হাওয়া, আর তাতেই বিপদ বাড়ে জেলার কৃষকদের। সকাল হতেই বিভিন্ন এলাকায় খেতে গিয়ে কৃষকরা দেখেন, মাঠেই শুয়ে পড়েছে সুগন্ধি ধানের গাছ।

কৃষকরা জানিয়েছেন, হঠাৎ এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবের ফলে যে নিম্নচাপ শুরু হয়েছে তাতে কৃষকদের বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে হল। ঘরে ফসল তুলতে না পারলে তারা ঋন কী ভাবে শোধ করবে সেই নিয়েই চিন্তা বেড়েছে। কারণ অনেক কৃষক ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। একদিকে মাঠে ধান পুরোপুরি শুয়ে পড়েছে। অন্যদিকে মাঠে জল জমে জলের মধ্যে ডুবে গিয়েছে সেই ধান গাছ। এরপরে জল কমলেও, সেই ধান শুকালে ঘরে তোলার মতো কিছুই থাকবে না বলে আশঙ্কা কৃষকদের।

# ভোটে বিপর্যয়ে একাংশ গদ্দারিই দায়ী, মেরে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। একের পর এক নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এই ভরাডুবির জন্য দলের একাংশের বেইমানিকে দায়ী করে এবার তাঁদের হুঁশিয়ারি দেওয়া শুরু করল তৃণমূল। বাঁকুড়ার জয়পুরে দলের বিজয়া সম্মেলনে একের পর এক নেতার মুখে সেই গদ্দারদের দল থেকে লাথ মেরে তাড়ানোর হুঁশিয়ারির কথা শোনা গেল।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন একের পর এক নির্বাচনে শোচনীয় হারের পর সেই প্রশ্ন আরও বেশি করে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু এই হারের পিছনে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি নয় বরং দলের কর্মীদের একাংশের বেইমানিকে দায়ী করে এবার গদ্দারদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করল তৃণমূল।

আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে সেই গদ্দারদের এবার লাথ মেরে দল থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিলেন দলের জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি থেকে শুরু করে দলের জেলা যুব সভাপতি। পরে তাঁদের দাবি দলের এক শ্রেণির কর্মী সারা বছর তৃণমূল তৃণমূল করলেও ভোট এলেই তাঁরা গদ্দারি করেন। ভোট পেরলেই তাঁরা আবার দলের নেতাদের সঙ্গে সেলফি তুলে বেড়ান। দলের এই ধরনের কর্মীদের কথা দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। দল নিশ্চিত ভাবেই তাঁদের বিচার করবে।

# সীমান্তরক্ষী বাহিনী জওয়ানের রহস্য মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** সীমান্তের ক্যাম্প থেকে বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানের মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বাঁধছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। বিথারী ১৪৩ নম্বর বিএসএফ ক্যাম্প থেকেই জওয়ান সত্যেন্দ্র পলের দেহ উদ্ধার হয়। তিনি এখানেই কর্মরত অবস্থায় ছিলেন কয়েক বছর ধরে। সত্যেন্দ্র পলের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর এলাকায়। শুক্রবার সকাল নাগাদ ওই বিএসএফ জওয়ানকে স্বরূপনগর সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর স্বরূপনগর থানায় বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য ওই জওয়ানের দেহটি পাঠানো হয়েছে। কি কারণে তার মৃত্যু? কেনই বা তার মৃত্যু হল? তা পরিষ্কার না হওয়াতে বিএসএফ আধিকারিকরা অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। মৃত জওয়ানের পরিবারকে এই বিষয়ে খবরও দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ, আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - পিন ৭৪১২৩৫
ই-মেইল: k546@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১১.১২.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **১৫,৩৩,৯৯৬.০০ টাকা** (পনের লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই মাত্র) **(বিবি + এমওডি = ১৩,৩৯,৯২৮.২৪ টাকা + ১,৯৩,৭৬৭.৭৬ টাকা)** সহ সুদ, তদুপরি চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইছাপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা -জনাব সাকিল মানসুরী**, পিতা- সাকুরউদ্দিন মানসুরী এবং **জামিনদার- জনাব জালালুদ্দিন মানসুরী**, পিতা- সুকুর আলী মানসুরি, উভয়েরই ঠিকানা: গ্রাম - বাহিরগাছি, পোস্ট- দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা - চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১২৩ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আমার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: জনাব সাকিল মানসুরী,** পিতা- সাকুরউদ্দিন মানসুরী **জামিনদার: জনাব জালালুদ্দিন মানসুরী,** পিতা- সুকুর আলী মানসুরী, **দুজনেরই ঠিকানা:** গ্রাম- বাহিরগাছি, পোস্ট- দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা- চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১২৩ **খ) ইছাপুর শাখা** | জেএল নং ৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১০১৯৪, প্লট নং এলআর-০৪ গ্রাম- বাহিরগাছি, পোস্ট- দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিনকোড- ৭৪১১২৩ কলিঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৫.০০ ডেসিমেল জমিতে নির্মিত জমি ও ভবন। এডিএসআরও চাপড়া, ডিএসআরও নদীয়া তথায় বিন্যাস/প্রস্তাবিত নির্মাণ সহ। **সম্পত্তির চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- বিধান হাজরা এবং সমর হাজরার সম্পত্তি, দক্ষিণ- প্রদীপ প্রামানিকের সম্পত্তি, পূর্ব- প্রদীপ প্রামানিকের সম্পত্তি, পশ্চিম- পঞ্চায়েত মোটাল রোড দ্বারা। | **১৫,৩৩,৯৯৬.০০ টাকা** (পনের লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই মাত্র) **(বিবি + এমওডি = ১৩,৩৯,৯২৮.২৪ টাকা + ১,৯৩,৭৬৭.৭৬ টাকা)** সহ সুদ, তদুপরি চার্জ এবং খরচ | **ক) ১৩,০৯,০০০.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৩০,৯০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB12327140257** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** |

**(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।**

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১১.১২.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা**

**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।

**দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি**

**তারিখ: ২৪.১০.২০২৪, স্থান: কল্যাণী** **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

# আশ্রমে আজীবন রাখার প্রতিশ্রুতিতে সহবাসের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ধর্মগুরু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট:** এক ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের প্রত্যন্ত গ্রামের এক যুবতীর সঙ্গে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। আশ্রমে আজীবন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি পরে ওই যুবতী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন বলে দাবি। ঘটনায় বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রীকে বুধবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

ধৃত মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রীকে কাটোয়া মহকুমা এসিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ৭ দিন পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। দেশের একাধিক ধর্মগুরুর নামের আগেও যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ এসেছে। অনেকে জেল খাটছেন। এবার খোদ বৃন্দাবনের এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুর নামে এমন অভিযোগ তুলেছেন বাংলার এক যুবতী। প্রসঙ্গত, মঙ্গলকোটের ওই যুবতী ২০ জুলাই লিখিত অভিযোগ জানান। তিনি তাঁর লিখিত অভিযোগে পুলিশকে জানান, ইউটিউবের মাধ্যমে তিনি বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী নামে ওই ধর্মগুরুর নানা ধর্মীয় কথা শোনেন ছোটো থেকেই ওই যুবতী আধ্যাত্মিক পথে থাকতে পছন্দ করেন। বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী নামে ওই ধর্মগুরুর ধর্মীয় পাঠ শুনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ওই যুবতী। এরপর বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী নামে স্বঘোষিত ধর্মগুরু ওই যুবতীকে তাঁর ধর্মীয় পাঠ শোনার জন্য ডাকেন। যুবতী ও তাঁর মা ২০২৩ সালের বীরভূমের একটি জায়গায় ওই ধর্মগুরুর পাঠ শোনার জন্য যান। সেখানে ধর্মগুরুর সঙ্গে মঙ্গলকোটের যুবতীর আলাপ হয়। তারপর থেকেই ফোনে ধর্মগুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ওই বছরেই ধর্মগুরুর ধর্মীয় পাঠ শোনার জন্য আবার ওই যুবতী মুর্শিদাবাদের বেলডাঙাতে যান। সেখানে বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী ওই ধর্মগুরু নাকি যুবতীকে ব্রক্ষ্মচর্য পালন করতে বলেন। পাশাপাশি ওই যুবতীকে আশ্রমে সারাজীবন ঠাঁই দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

অভিযোগ, এরপরেই বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী নামে ওই ধর্মগুরু যুবতীর সঙ্গে সহবাস করেন। পরে ওই ধর্মগুরুর সঙ্গে চলতি বছরে মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ও নন্দীগ্রামের দু' জায়গাতে পাঠ শুনতে গিয়ে সহবাস করে। অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী নামে ওই ধর্মগুরু মঙ্গলকোটের যুবতীর সঙ্গে আশ্রমে ঠাঁই দেওয়া তো দূর অস্ত। তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করছেন। এমনকি ওই ধর্মগুরুর স্ত্রীও যুবতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন।

ধর্মগুরু ও তাঁর স্ত্রী ওই যুবতীকে নাকি আত্মহত্যার প্ররোচনাও দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এরপরেই কয়েক মাস আগে ওই যুবতী নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে দাবি। তিনি পুলিশকে এও জানিয়েছেন, তাঁকে সারাজীবনের দ্বায়িত্ব নেওয়া ও আশ্রমে রেখে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী নামের ওই ধর্মগুরুর কথায় তিনি প্রলোভিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আবেগ নিয়ে গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী খেলা করেছেন। এখন ওই যুবতী স্বঘোষিত ধর্মগুরু ও তাঁর পত্নীর নামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

যদিও ওই যুবতী মারাত্মক ভাবে জখম হয়ে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এমনকি ওই যুবতীকে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করতে হয়েছে বলে তিনি পুলিশকে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন। আদালতে এসে ওই যুবতী গোপন জবানবন্দিও দিয়ে গিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃন্দাবনের মহারাজ গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী একজন কথাবাচক। সে ইউটিউবে নানা ধর্মীয় পাঠ দেন। প্রচুর ভক্ত তাঁর। আর সেই কথাবাচকের বিরুদ্ধেই বড়সড় যৌন কেলেঙ্কারির সামনে আসে। মঙ্গলকোট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন, মোহনপুর ব্লকের জন্য আবহাওয়া দপ্তরের লাল সতর্কতা জারি করা হয়। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দুই জেলার আবহাওয়া পরিবর্তন হতে থাকে। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে শুরু হয় মাঝারি বৃষ্টি। তবে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে সবথেকে চিন্তায় পড়েন কৃষকরা। বিশেষ করে গোপীবল্লভপুর ১ এবং ২ ব্লকের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী চাষিরা সবজি ও ধান চাষের সমুহ ক্ষতির আশঙ্কা করছিলেন। চাষিদের কথায় এবছর এমনিতেই বর্ষার মরসুমে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হয়েছে। যার কারণে বর্ষার সবজি চাষে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি আগেই হয়েছিল। অগস্ট মাসের বৃষ্টির কারণে পিছিয়েছে শীতের সবজি চাষ। বর্তমানে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী গোপীবল্লভপুরের আলমপুর, পিড়াশিমুল, বাকড়া, টোপগেড়িয়া এবং, দাঁতন এলাকার শীতের সবজি চাষ অনেকটাই এগিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তেই শুরু হয়েছে টানা বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে নষ্ট হবে ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ একাধিক সবজির মাঠ। বর্ষায় রোপণ করা ধান গাছে থোড় আসছে এই সময়। কিছু কিছু মাঠে ধানের শীষ পুষ্ট হতে শুরু করেছে। ঝড়ের দাপটে বিস্তীর্ণ এলাকার বিঘের পর বিঘে জমিতে সেই ধান গাছ লুটিয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন গোপীবল্লভপুর এবং দাঁতন সহ সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকার চাষিরা।

## ঝাড়গ্রামের দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখলেন বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখলেন স্থানীয় বিধায়ক খাগেন্দ্রনাথ মাহাতো। ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এলাকা ঘুরে দেখার পর সাঁকরাইলে বিডিও অফিসে ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ খবর নেন। কথা বলেন বিডিও রোহন ঘোষের সঙ্গে। সেখানকার পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মধুর মাহাতোকে সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণরেখা নদীর ঘড়ধরা ঘাট পরিদর্শন করেন। পেটবিন্ধি পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে গোপীবল্লবপুর ২ ব্লকের নদী তীরবর্তী ভক্তাপাট, মহাপাল এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তীর সঙ্গে দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
**নরপ্লেক্স ওক ইন্ডিয়া লিমিটেড**
**CIN : L25209WB1983PLC036991**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

**৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নরপ্লেক্স ওক ইন্ডিয়া লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') সোমবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায় আইএসটি অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ে (''ওএভিএম''), ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য, যেমন কোম্পানির ৪০ তম এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সভার স্থানটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এবং এর অধীনে জারি করা বিধি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (তালিকাকরণের নিয়মাবলী সাধারণের সাথে পঠিত) এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') এবং মাস্টার সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 তারিখ ১ জুলাই ২০২৩, সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সেবি দ্বারা জারি করা, অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার সহ এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা (পরবর্তীতে একত্রে ''সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ৪০ তম এজিএম এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের আর্থিক বিবৃতি সহ বোর্ডের রিপোর্ট, নিরীক্ষকের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিপত্র এতে সংযুক্ত করতে হবে, ২৫ অক্টোবর, ২০২৪-এ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) এর সাথে নিবন্ধিত।

৪০তম এজিএম-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.norplexoakindialtd.com স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-india.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট, www.evoting.nsdl.com-এ এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং / ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত।

**সদস্যরা আরও অবহিন হন :**

ক এজিএম-এর নোটিশে যে ব্যবসাগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

খ. সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ সোমবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে/কাট-অফ তারিখে সুবিধাভোগী মালিকরা কেবলমাত্র এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাদের এজিএম-এর নোটিশের সাথে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন।

গ. কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই সোমবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য বন্ধ থাকবে, যদি এজিএমে ঘোষণা করা হয়।

ঘ. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এজিএমে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশনা।

ঙ. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ (সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ (বিকেল ৫টা) টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

চ. ইলেকট্রনিক ভোটিং ইভেন নম্বর (ইভিইএন) : ১৩১৯৫৫

যেকোন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন অর্থাৎ কাট অফ তারিখ সোমবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে evoting@nsdl.com এ ইমেলের মাধ্যমে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর/ফোলিও নম্বর, প্যান, নাম এবং নিবন্ধিত ঠিকানা। তবে যেসকল সদস্যরা ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়েছেন তারা এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ভোট দেওয়ার পদ্ধতি, ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্ম বা যারা কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.norplexoakindialtd.com-এও উপলব্ধ।

ই-ভোটিংয়ের সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা যারা ইতিমধ্যে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা বিষয়গুলি ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। আরও সদস্য যারা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না। শ্রী করণ ভিজ, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নং ২৭০৭৬), সদস্য সংখ্যা (এসিএস ৬৫২৭১), পার্টনার, মেসার্স কে ভিজ অ্যান্ড কোং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.norplexoakindialtd.com), এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) এবং ফাইল করার মাধ্যমে সভা শেষ হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং সিএসই লি.-তেও সংশ্লিষ্ট ফলাফল উপলব্ধ। এটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস এবং কর্পোরেট অফিসে নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট সাপেক্ষে, রেজোলিউশনগুলি এজিএমের তারিখে অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

যেসকল সদস্যরা তাদের ইমেল-আইডি এবং/অথবা ব্যাঙ্কের বিশদ নিবন্ধন করেননি তাদের নীচে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর/ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং অন্যান্য বিশদ আপডেট করার জন্য ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য ফর্মগুলি পূরণ করতে হবে, যদি তারা এখনও আপডেট না করে থাকে, এবং আরটিএ-এর সমস্ত ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করে পাঠাতে হবে। কোম্পানি অর্থাৎ লিংক ইনটাইম প্রা লি. ('রসোই কোর্ট', ২০ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তলা, কলকাতা - ৭০০০০১, ভারত, ফোন নম্বর +৯১ ৩৩ ৬৯০৬৬২০০ (এক্সটেনশন ৪৬২৯)। উল্লিখিত ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে যেমন www.norplexoakindialtd.com শিরোনামে বিনিয়োগকারী > বিনিয়োগকারী পরিষেবার অনুরোধ > প্যান, কেওয়াইসি, নমিনেশন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ ইত্যাদির আপডেট।

**ডিম্যাট হোল্ডিং-এ শেয়ারহোল্ডারগণ**

ক) অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানা / মোবাইল নম্বর / প্যান / ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করুন যদি আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে এখনও আপডেট না করা হয়।

খ) যদি ইমেল ঠিকানা / মোবাইল নম্বর আপডেট করা হয় তবে বর্তমানে আপনি আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেল আরটিএ ডাউনলোড চিহ্ন যেমন "না" হিসাবে বেছে নিয়েছেন, আপনি "হ্যাঁ" হিসাবে ইমেল ডাউনলোড চিহ্নর জন্য আপনার ডিপির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যাতে আপনি কোম্পানির ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন যোগাযোগ পেতে সক্ষম অথবা আপনি আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় আপডেট করতে বলতে পারেন যাতে ভবিষ্যতে আপনি ইলেকট্রনিক মোডে কোম্পানির কাছ থেকে বার্ষিক রিপোর্ট/নোটিস/বিভিন্ন যোগাযোগ পেতে পারেন।

কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯-৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তলা, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই - ৪০০ ০১৩ মনোনীত ইমেল আইডি evoting@nsdl.com এ।

**নরপ্লেক্স ওক লিমিটেডের পক্ষে**
**স্বা/-**
**সাবির আহমেদ**
**ডিন : ০৯৫৭৩৩১৩**

**স্থান : কলকাতা**

# ডানার প্রভাবে দিনভোর বৃষ্টিতে সবজি ও ধান খেত নষ্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে শুক্রবার সারাদিন ব্যাপক পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে আরামবাগ ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। তবে ঝড়ের প্রকোপ সেই ভাবে দেখা যায়নি। আর ডানার প্রভাবে যে হারে বৃষ্টি হয়েছে তাতে করে আরামবাগের বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠের পর মাঠ সবজি খেত ও ধান খেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ধান গাছ ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টিতে জমিতে শুয়ে পড়েছে। জলে ডুবে গেছে ফলন্ত ধানের গাছ। তাই এবারে ধানের ফলনও কম হবে, বলছেন চাষিরাই। সবজি খেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আকাল দেখা দেবে সবজি বাজারেও। কারণ সবজি গাছগুলিও জলে ডুবে গেছে। এতে ফলন্ত সবজি পচে যাওয়ারই আশঙ্কা করছেন চাষিরা। এর জেরে ভাইফোঁটা ও কালীপুজোর আগে সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া হবে বলাই যায়। বেগুন, কাঁচালঙ্কা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ঝিঙে, পটল খেতে জল জমেছে। দুর্যোগ কাটলেই এই সমস্ত সবজি জমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। ফলবে না কোনও সবজি। সবজি গাছের ফুল ঝরে গিয়েছে। ধান গাছের থোর, ফুল নষ্ট হয়ে গিয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়ায়। ফলে কাঁচা ধানের গুটি হবে না। সবই আগড়া হয়ে যাবে। ফলে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হবে। উৎপাদন ব্যাহত হলেই কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি হবে বাজারে চালের। বাজারে ঘাটতি পড়বে চালের। ফলে চালেরও দাম বাড়বে বলাই যায়। অন্যদিকে পেকে যাওয়া ধান মাটিতে পড়ে যাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। বিঘার পর বিঘা জমিতে জল জমে গিয়েছে। ফলে চট জলদি পোখরাজ আলু চাষও করতে পারবেন না চাষিরা। প্রায় ১০ শতাংশ

শীতের মরশুমে পোখরাজ আলু উৎপাদন হয়ে বাজারের ঘাটতি মেটায়। সেই ঘাটতি থেকেই গেলে জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী আলুর দামও বাড়বে। আর দানার প্রভাবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে সবজির খেত। ধান জমি প্রায় অধিকাংশই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই এসব চিন্তায় মাথায় হাত চাষিদের। সরকার ক্ষতিপূরণ দিলেও তা পূরণ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এমনটাই জানাচ্ছেন গোঘাট ও আরামবাগ এলাকার চাষিরা। উল্লেখ্য যে, বিগত বন্যায় আরামবাগ মহকুমায় বেশিরভাগ ধান জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যতটুকু ধান অবশিষ্ট ছিল সেটা নিয়েই নাড়াচাড়া করে কিছুটা হলেও চাষিরা লাভ পেতেন। কিন্তু দানার প্রভাবে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চাষিরা। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বন্যায় সবজি ক্ষেতও। কিন্তু মাঝে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় সবজির ফলন হচ্ছিল। ক্রমশই স্বাভাবিক হচ্ছিল সবজি বাজার। সবজির মূল্য অগ্নি সমান ছিল। তাও ক্রমশ কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু আবারও নতুন করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবজি খেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন চাষিরা। আগামী দিনে আলু, চাল ও শাক সবজির দাম ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। আর সেই নিয়েই চিন্তায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জন। কিভাবে সামাল দেবেন এখন সেই নিয়েই চিন্তায় চিন্তিত মানুষ জন।

# সিঙ্গুরের কারখানা বাড়াতে ২২০ কোটি লগ্নি হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যালের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর:** সম্প্রতি যে সংস্থা দেশের সেরা কোম্পানির পুরস্কার (তালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যে) পেয়েছে, সেটিই সিঙ্গুরে ২২০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে চলেছে। ফিকি এবং ইওয়াইয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়োজিত অনুষ্ঠানে সেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ওই সংস্থাকে।

সিঙ্গুরে আরও ২২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সিঙ্গুরে যে কারখানা আছে, সেটাকে আরও বড় করার জন্য ২২০ কোটি টাকা লগ্নি করা হচ্ছে। আপাতত কারখানায় বছরে যে পরিমাণ বিশেষ ধরনের কার্বন ব্ল্যাক তৈরি করা হয়, সেটা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আর সেজন্যই ২২০ কোটি টাকা লগ্নি করা হচ্ছে। আপাতত হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেডের সিঙ্গুরের কারখানায় প্রতি বছর ১,৮০,০০০ মিলিয়ন টন কার্বন ব্ল্যাক তৈরি করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই বার্ষিক কার্বন ব্ল্যাক তৈরির ক্ষমতা বাড়িয়ে ২,৫০,০০০ মিলিয়ন টন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড।

আর সেটার হাত ধরেই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষে ভারতের কার্বন ব্ল্যাক বাজারে নিজেদের দখল আরও বাড়াতে চাইছে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেডের দখলে ভারতের কার্বন ব্ল্যাক বাজারের ১৩ শতাংশ আছে। সেটা ২০২৬ সালে মার্চের মধ্যে বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড। বিষয়টি নিয়ে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও অনুরাগ চৌধুরী জানিয়েছেন, ২২০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে সিঙ্গুরের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে। আর তার ফলে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বিশেষ ধরনের কার্বন ব্ল্যাক সংস্থা হয়ে উঠবে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড।

# সেচের বাঁধ ভেঙে প্লাবিত এলাকা, সমস্যায় কৃষকরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** এ যেন 'মরার ওপর খাড়ার ঘা'। একেই ডানার ফলে টানা দু'দিন ধরে বৃষ্টিপাতে জেরবার এলাকা, এবার আবার কংসাবতী সেচ ক্যানেলে বাঁধ ভেঙে নতুন বিপদ কোতুলপুরে। টানা বৃষ্টিতে কোতুলপুর ব্রাঞ্চ সেচ ক্যানেলে জলের পরিমাণ বেড়েছে। তার জেরেই বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর হরিহট্টপুর মৌজা সংলগ্ন এলাকায় ক্যানেলের পাড় ভেঙে প্লাবিত হয় এলাকা। বিঘার পর বিঘা চাষের জমি জলের তলায়। চরম সমস্যায় কৃষকরা। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই ক্যানেলটি কোনও রকম সংস্কার করা হয়নি এবং রক্ষণাবেক্ষণেরও অভাব রয়েছে এই ক্যানেলের। গাফিলতি রয়েছে সেচ দপ্তরের। যার জেরে ক্যানেলের পাড় ভেঙে বিপত্তি।

যদিও সেচ দপ্তরের দাবি, তেমন ভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কৃষকদের। তবে বাঁধ মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

**ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র**
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩ এন.এস. রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭ ৪৯০৫, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in

**দাবি নোটিশ ১৩(২) ধারা অধীনে**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, ব্যাঙ্ক নীচে উল্লেখিত তারিখগুলিতে সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ জারি করেছে। সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে ভবিষ্যতের সুদের সাথে তারিখ গুলিতে নীচে উল্লেখিত পরিমাণগুলি চুক্তিভিত্তিক হারে, দাবি নোটিশের তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত, ঋণ/এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তি এবং নথির অধীনে। উল্লিখিত চুক্তি এবং নথির অধীনে ঋণগ্রহীতার বাধ্যবাধকতার প্রতি নিরাপত্তা হিসাবে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের শাখাগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলি দেখানো হয়েছে।

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম / ঠিকানা | ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ গ) অ্যাকাউন্ট নং | দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ | ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| ১. **শ্রী রবীন্দ্র নাথ পাঠক,** স্বত্বা : তমলুক কাঁচঘর, পিতা প্রয়াত ভানু ভুষণ পাঠক, গ্রাম : লালদিঘি, পদুমবাসন, পো : তমলুক, থানা তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৩৬ **(ঋণগ্রহীতা)।** ২) **শ্রী মধুভূষণ পাঠক** পিতা প্রয়াত ভানু ভূষণ পাঠক, পো : মিরিকপুর, থানা : তমলুক জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬৪৯ **(জামিনদাতা)।** ৩) **শ্রী নরেন্দ্র নাথ পাঠক** পিতা প্রয়াত ভানু ভূষণ পাঠক, পো : মিরিকপুর, থানা : তমলুক জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬৪৯ **(জামিনদাতা)।** **শাখা : তমলুক।** | ক) ১৯.০৪.২০২৪ খ) ২৯.০৩.২০২৪ গ) ৬০১৮৮০৪৪৮০৯ এবং ৬০৩৫৮৩৫৯৭৩৭ | **৫২,৩৪,৫১৯ টাকা (বাহান্ন লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশ উনিশ টাকা) টাকা** ১৯.০৪.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ | **সমপরিমাণ জামিন :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৪৪,প্লট নং ৬৯ (আরএস) ৪১০৮ (এলআর) খতিয়ান নং ৫২/১ (আরএস), ৩৪৪৬ (এলআর) মৌজা : পদুমবাসন, থানা : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ,৭২১৬৩৬ স্বত্বাধিকারী শ্রী মধুসূদন পাঠক। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী দুর্গাপদ পাঁজা (প্লট নং ৬৮) এর ভবন, **পূর্বে :** মলয় কান্তি দাস এর ভবন, **পশ্চিমে :** পবিত্র পালের (প্লট নং ৭০) খালি জমি, **দক্ষিণে :** বরম পথ পরবর্তী শ্রী সুধাংশু। |
| ১. **শ্রী নন্দদুলাল পাত্র** পিতা শ্রীপতি চন্দ্র পাত্র, গ্রা : কিশোরীনগর, পো : ভগবতপুর, থানা :পাথরপ্রতিমা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৭১। ২. **শ্রীমতি অনিতা পাত্র,** স্বামী শ্রী নন্দদুলাল পাত্র, গ্রা : কিশোরীনগর, পো : ভগবতপুর, থানা :পাথরপ্রতিমা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৭১। **শাখা : দস্তিপুর।** | ক) ২৮.০৩.২০২৩ খ) ০৬.০২.২০২৩ গ) ৬০৩৮৫৮৪৭৭২৩ | **১১৪৬২৫৮ টাকা (এগার লাখ ছেচল্লিশ হাজার দুশো আটান্ন টাকা) টাকা** নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী অধার্য সুদ সহ | সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৪৩৬ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ পরিমাণ ৫২৮ বর্গফুট (কার্পেট) অবস্থিত গ্রাম মাধবনগর, পো : এম /দুর্গা গোবিন্দপুর, মৌজা : মাধবনগর, জেএল নং ১৭২/৪৬,তৌজি নং ২৮৯১, সিএস দাগ নং ১০৮৯, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৫৯০, আরএস খতিয়ান নং ০৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৫১৬, পাথর প্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : পাথর প্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েত, পিন : ৭৪৩৩৭১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **উত্তরে :** ১০ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা,দাগ নং ৩০২৩, **পূর্বে :** শালি জমি-কানাই করণ এর, দাগ নং ২৫৯০, **পশ্চিমে :** শালি জমি দিলীপ মাইতির, দাগ নং ২৫৯০, **দক্ষিণে :** ব্যবসায়ী সমিতির জমি। |
| ১. **শ্রী রাজদীপ ধর,** ১৪/১/১সি, নারকেল ডাঙ্গা, উত্তর রোড, স্ট্রিট আলমবাজার, পো এবং থানা : নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা : ৭০০০৩৫ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রীমতি রীনা ধর,** ১৪/১/১সি, নারকেল ডাঙ্গা, উত্তর রোড, স্ট্রিট আলমবাজার, পো এবং থানা : নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা : ৭০০০৩৫ **(সহ ঋণগ্রহীতা)।** **শাখা : ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি।** | ক) ২০.০৮.২০২৪ খ) ৩০.০৫.২০২৪ গ) ৬০২৯১৬৮৭৮৩১ | **২৭,৫১,৩৯৮ টাকা (সাতাশ লাখ একান্ন হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা) টাকা** ২০.০৮.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ | **প্রাথমিক জামিন :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ১এ, পরিমাণ ৭১৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) ২য়তলে, উত্তর-পশ্চিমের কোনে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জায়গায় যথাযথ ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ৪১জি, সীতলাতলা লেনস, পো এবং থানা : নারকেলডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ৩০, তৌজি নং ২৮৩৩, মৌজা : উত্তর নারকেলডাঙ্গা, ডিহি-পঞ্চান্নগ্রাম, এডিএসআর -শিয়ালদহ অধিক্ষেত্র অধীন পুরসভা হোল্ডিং নং ১২৯, ডিভি-৩, সাব-ডিভি: ১২, অ্যাসেসি নং ১১-০৩-০১৬-০০৮৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারী শ্রী রাজদীপ ধর এবং শ্রীমতি রীনা ধর। **সিইআরএসএআই আইডি : ২০০০৩৯৮৩০৫৭০।** |
| ১. **শ্রী গৌরাঙ্গ মন্ডল** পিতা শ্রী পুলিন মন্ডল গ্রাম - বড়তলা, পো : তাজপুর, থানা : নন্দীগ্রাম জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬৫৬ **(ঋণগ্রহীতা)।** ২. **শ্রী দুর্গাপদ মন্ডল** পিতা শ্রীপুলিন মন্ডল বড়তলা, পো : তাজপুর, থানা : নন্দীগ্রাম জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬৫৬ **(সহ ঋণগ্রহীতা)।** **শাখা : তমলুক** | ক) ১১.০৯.২০২৪ খ) ০৮.০৬.২০২৪ গ) ৬০৩৯৪১৩৮৪২১ | **১৩,১৩,৩০২ টাকা (তেরো লাখ তেরো হাজার তিনশ দুই টাকা) টাকা** ০১.০৮.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে অধার্য সুদ সহ (দাবি নোটিশের তারিখ) এবং ১১.০৯.২০২৪ থেকে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ | প্রাথমিক জামিন : সমপরিমাণ বন্ধকদত বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত গ্রাম : বটতলা, মৌজা : বটতলা, নন্দীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত নং ১ অধীন, জেএল নং ২০৯, এলআর খতিয়ান নং ২৫৮৭, এলআর প্লট নং ২৯০ (আরএস) ৩৩৫ (এলআর), পো : তাজপুর, থানা : নন্দীগ্রাম, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২১৬৫৬, স্বত্বাধিকারী গৌরাঙ্গ মন্ডল, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩২৭৫/২০২১। **সিইআরএসএআই আইডি : ২০০০৫৬৮২৩৪১৩।** খ) সমপরিমাণ -নেই। **উত্তরে :** প্লট নং ২৮৯, ২৯১, **পূর্বে :** সরকারি সড়ক, **পশ্চিমে :** অশোক জানা এবং অন্যান্যর জমি, **দক্ষিণে :** অঙুরবালা স্ট্রিট। |
| ১. **মেসার্স রেড ফক্স ইলেক্ট্রনিকস,** স্বত্বা : আসফাকুর রহমান লস্কর,বিলান্দাপুর, পো এবং থানা : মগরাহাট, গ্রাম : বিলান্দাপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৫৫। আরও ঠিকানা : **শ্রী আসফাকুর রহমান লস্কর** পিতা আবদুল হাই লস্কর, গ্রাম : মামুদপুর, পো এবং থানা : মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩৩৫৫। আরও ঠিকানা : **শ্রী আসফাকুর রহমান লস্কর** পিতা আবদুল হাই লস্কর , ফ্ল্যাট নং ১জি, উত্তর পূর্ব দিকে, ২য়তলে, ব্লক ই গ্লোরি, গীতাঞ্জলি গার্ডেন, ফেজ ২, বারুইপুর আমতলা রোড, বারুইপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৩৭ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রী মহ মহবুবুর রহমান** পো : খানপুর, কালীকাপোতা, মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩৩৫৫ (জামিনদাতা)। **শাখা : বারুইপুর।** | ক) ২০.০৪.২০২৪ খ) ২৭.০৩.২০২৪ গ) ৬০৩৫৪৬৯৬৫১৮ | **২৮,৮৩,০০১ টাকা (আঠাশ লাখ তিরাশি হাজার এক টাকা) টাকা** ২০.০৪.২০২৪ থেকে প্রযোজ্য হারে অধার্য পরবর্তী সুদ সহ | **সমপরিমাণ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১০.০৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত পরগনা : মুড়াগাছা, মৌজা :খানপুর, জেএল নং ১১০/১২২, আরএস খতিয়ান নং ২৬৮, খতিয়ান নং ১৪২৮স আরএস দাগ নং ৪৯৬, এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৭, হাল খতিয়ান নং ১৪৯১, আরএস দাগ নং ৫১১, এবং আরএস দাগ নং ৫২৩/১৪৪৫ এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৫২, আরএস দাগ নং ৫৫২ এবং আরএস খতিয়ান নং ১৯৬, আরএস দাগ নং ৮৩৩, সমুদয় অবস্থিত মৌজা : খানপুর, থানা : এডিএসআর অফিস -উস্তি। স্বত্বাধিকারী মহবুবুর রহমান উল্লেখ্য দান দলিল নং ০১৫৫১-২০১৪ সালের। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বড়জাহান হালদারের জমি, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট কাঁচা রোড, **পূর্বে :** শা আলম হালদারের জমি, **পশ্চিমে :** ৪ ফুট কাঁচা রোড। |

**তারিখ : ২৬.১০.২০২৪, স্থান : কলকাতা** **স্বা/- অ্যাসি. জেনারেল ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র**

# বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ:** বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। গুরুতর আহত আরও একজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে বুদবুদ থানার অন্তর্গত বলরামপুর এলাকায়। মৃতের নাম চন্দন হাজরা (৩৫)। বুদবুদের মানকরের বাসিন্দা। আহত সিভিক ভলানটিয়ারের নাম বান্টি শর্মা, বুদবুদের সুকডালের বাসিন্দা।

বুদবুদ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন একটি চুরির ঘটনার তদন্তে পুলিশের সঙ্গে ডিউটি করতে একটি গ্রামে গিয়েছিলেন ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে একটি বাড়ির ছাদে উঠে তল্লাশি করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। মাথার ওপরে ছিল ১১ হাজার ভোল্টের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তার। তার সংস্পর্শে আসতেই হঠাৎ করেই লুটিয়ে পড়েন দু'জন। তৎক্ষণাৎ পুলিশ কর্মীরা দু'জনকে উদ্ধার করে কাঁকসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চন্দনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের পর বিকেলে গ্রামে নিয়ে গেলে গোটা গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। অন্যদিকে অন্য সিভিক ভলান্টিয়ারের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে।


## এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২, ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল** (₹ লক্ষ -তে, প্রতি শেয়ার ডাটা ব্যতীত)

| বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | | কনসোলিডেটেড | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত) | ৬ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) | ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত) | ৬ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) |
| **কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)** | ৭২১.২৫ | ৩৮০.৯১ | ২,৪৮৪.৪২ | ২৩,৯৬৭.৮৫ | ৭২৪.৯৪ | ৩৮৭.৭০ | ২,৪৯২.০৪ | ২৩,৯৮৬.৪৬ |
| **নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী** | ৩৯.৯৯ | ১৬.০৫ | ১৭২.১০ | ৩২৯.২৪ | ৩৮.৯৬ | ১৭.৮৬ | ১৭০.৩২ | ৩২৯.৩৪ |
| **নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী** | ৩৯.৯৯ | ১৬.০৫ | ১১৩.৫৭ | ৩২৯.২৪ | ৩৮.৯৬ | ১৭.৮৬ | ১১১.৭৯ | ৩২৯.৩৪ |
| **নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য** | ২৫.৮১ | ৯.৭৯ | ৬২.৬৯ | ২৪১.০৯ | ২৪.৮৯ | ১২.১৭ | ৬১.০৭ | ২৪০.৮৯ |
| **মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য {লাভ/(ক্ষতি)করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য}** | ২,১৮৬.৪৫ | ২৫৬.৫৩ | ৩,০৮৭.৩৫ | ১,১৬০.১২ | ২,১৮১.৬০ | ২৫২.১৬ | ৩,০৮২.১৪ | ১,১৫৪.৬৮ |
| পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার) | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ | ৫৫৮.৫০ |
| **শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)** | | | | | | | | |
| ক) মৌলিক (₹) | ০.৪৬ | ০.১৮ | ১.১২ | ৪.৩২ | ০.৪৫ | ০.২২ | ১.০৯ | ৪.৩১ |
| খ) মিশ্রিত (₹) | ০.৪৬ | ০.১৮ | ১.১২ | ৪.৩২ | ০.৪৫ | ০.২২ | ১.০৯ | ৪.৩১ |

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফম্যার্টের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৫.১০.২০২৪

**এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে**
**কিশোর শাহ**
**ম্যানেজিং ডিরেক্টর**



ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ALLAHABAD

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০ ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**
**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন,**
**২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**

| ক্রম নং | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **মেসার্স এস জি সেফটি ক্রিয়েশন, স্বত্বাধিকারী শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্ত (ঋণগ্রহীতা), পিতা শ্রী মনীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত,** দত্তপুকুর, ষষ্ঠীতলা, বারাসত ১, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্ত (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী মেসার্স এস জি সেফটি ক্রিয়েশন, পিতা শ্রী মনীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত,** দত্তপুকুর, ষষ্ঠীতলা, বারাসত ১, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২৪৮, পশ্চিমবঙ্গ।<br>**শাখা : চন্দননগর।** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৫৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ) নং ২, দক্ষিণ মুখী ৫মতলে, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত দাগ নং ৪১০, খতিয়ান নং ৪৫০১, মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত২ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫-২০১৮ সালের তারিখ ২৪.০৯.২০১৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৪২৫৩ থেকে ২৪৪২৮৪, শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্তর নামে। | **১,১৬,৬৪,৩৫৬.০০ (এক কোটি ষোলো লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশ ছাপান্ন টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৪.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং **২৫.১০.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) **৯,৪০,০০০ টাকা (নয় লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)**<br>খ) **৯৪,০০০ টাকা (চুরানব্বই হাজার টাকা)**<br>গ) **১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)**<br>ঘ) IDIB50466890658B<br>ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয়<br>চ) স্বত্ব দখলীকৃত |

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)
২. প্রশান্ত কুমার, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৯১২২৮০১০২৮)

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ : ২৫.১০.২০২৪ স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



SBI

**স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
**জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১**
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

**অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১**

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১১.১১.২০২৪**
**নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ**

| ক্রম নং | ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম | বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত | বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ | নিলামর তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঋণগ্রহীতা :<br>**১) সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, স্বত্বা : প্রয়াত সন্টু দত্ত, পি-২৭১,** বেনারস রোড, সিটি : হাওড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮, **এবং** ৭২/১, মাকড়দহ রোড, পো : কদমতলা, হাওড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০১।<br>**২) প্রয়াত সন্টু দত্ত এর আইনি উত্তরাধিকারী (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা -সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস), শ্রী সমীর দত্ত,** পিতা প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নং ৬২, কলকাতা ৭০০০৫৫ **এবং** গোকুল ধাম, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ৬৪, দমদম পার্ক , কলকাতা : ৭০০০৫৫।<br>**৩) প্রয়াত সন্টু দত্তর আইনি উত্তরাধিকারী (স্বত্বাধিকারী সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস) শ্রীমতি মহামায়া দত্ত** স্বামী প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নং ৬২, কলকাতা ৭০০০৫৫ **এবং** গোকুল ধাম, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ৬৪, দমদম পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৫৫। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩এ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৫ বর্গফুট (আনুমানিক) উত্তর পশ্চিম দিকে ৪র্থতলে, পাঁচতলা ভবন "দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা কমবেশি পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৫/এ, দমদম পার্ক এবং প্রেমিসেস নং ৬২ দমদম পার্ক, থানা : লেক টাউন (পূর্বতন দমদম), কলকাতা : ৭০০০৫৫স জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বিধাননগর, মৌজা : কৃষ্ণপুর,জেএল নং ১৭, সিএস দাগ নং ২৩৬৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন।<br>**চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুর সড়ক , দক্ষিণে : প্লট নং ৬৯, পূর্বে : প্লট নং ৬১, পশ্চিমে : প্লট নং ৬৩।<br>**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সন্টু দত্ত এবং শ্রী সমীর দত্ত, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৯০৪৪-২০০৩ সালের।**<br>**সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য : উক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ দাখিল করা হয়েছে ডিআরটি ৩ সমীপে উল্লেখ্য এসএ/১০৩/২০২৩। যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।** | **৫৬,৪৬,৩০০.৫০ টাকা (ছাপান্ন লাখ ছেচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ১০.১০.২০২২ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ১১.১০.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ | ক) ৩৭,৫০,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৩,৭৫,০০০.০০ টাকা<br>গ) ৩০,০০০.০০ টাকা<br>**পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৪.১১.২০২৪** | **নিলামের তারিখ ১১.১১.২০২৪** এবং **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ |
| ২ | **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স খান কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সাপ্লায়ার, স্বত্বা : প্রয়াত ইমরান খান, শ্রীমতি নসিমা বেগম খান** (প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী)<br>**শ্রী মুজিবুর রহমান খান,** পিতা জয়নাল আবেদিন খান, (জামিনদাতা)<br>**স্নেহা খান, কন্যা এবং প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী** (অভিভাবক নাসিমা বেগম খান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী),<br>**নাসরিন খান, কন্যা এবং প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী** (অভিভাবক নাসিমা বেগম খান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী),<br>**ইনায়া খান, কন্যা এবং প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী,** (অভিভাবক নাসিমা বেগম খান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী),<br>**সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : মহাবাতনগর, পো : কৈলাশপুর, থানা : রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৯। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ০৮.০০ ডেসিমেল কমবেশি বাস্তু জমি , দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত তৌজি নং ২৮৭৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৬ , সিএস খতিয়ান নং ৯১, আরএস খতিয়ান নং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৮০, মৌজা : মহাবত নগর, জেএল নং ১৪১, হাল জেএল নং ১২২, থানা : মথুরাপুর, (বর্তমানে থানা রায়দিঘি) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।<br>**চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশ প্লট নং ৭০৬, দক্ষিণে : অংশ প্লট নং ৭০৬, পূর্বে : অংশ প্লট নং ৭০৬, পশ্চিমে : সড়ক।<br>**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম মুজিবুর রহমান খান উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬০-১৯৮২।**<br>**সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত।**<br>**দ্রষ্টব্য : উক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ দাখিল করা হয়েছে ডিআরটি ৩ সমীপে উল্লেখ্য এসএ/৮২৭/২০২২। যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।** | **৫৪,১৫,৫৫০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ পনের হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ | ক) ৩৫,১৬,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৩,৫১,৬০০.০০ টাকা<br>গ) ৩০,০০০.০০ টাকা<br>**পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৪.১১.২০২৪** | **নিলামের তারিখ ১১.১১.২০২৪** এবং **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ |

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

**ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে**

তারিখ : ২৬.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কলকাতা

L&T Finance

**দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি**
**[আইন-8(1)]**

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকন্স্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন ৪-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম | বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ | ডিমান্ড নোটিশ তারিখ | ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹) | তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| H178661902 21063749, H178661802 21063939, H178661802 21114426, H178661902 21024754, H178661902 21063749L, H178661802 21114426L | 1. অশোক বিজয় সিন্হা, ঋণগ্রাহীতা হিসাবে<br>2. মহুয়া সিন্হা, সহ-ঋণগ্রাহীতা হিসাবে<br>3. হোটেল আদিত্য ইন্টারন্যাশনাল (সহ-ঋণগ্রাহীতা হিসাবে ইহার অংশীদার অশোক বিজয় সিন্হা মাধ্যমে) | **অনুসূচি - I**<br>সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : পৌরসভা পরিসর নং 186এ, রাজা রামমোহন রোড, মৌজা থানা বেহালা, সিরিটি, কোলকাতা – 700 041'র ওপর অবস্থিত বিল্ডিং কমপ্লেক্সের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্থান নং 40'র সঙ্গে একত্রে অবনী অর্কিড হিসাবে বিদিত বিল্ডিং কমপ্লেক্সে, ব্লক নং 1'য়ে, ফোর্থ ফ্লোরে, 1326 বর্গফুট পরিমাপের, ফ্ল্যাট নং 4সি।<br>**অনুসূচি - II**<br>সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : প্রায় 2 কাঠা 4 ছটাক ও 12 বর্গফুট পরিমাপের জমি, যার গ্রাউণ্ড ফ্লোরের আচ্ছাদিত আয়তন 901 বর্গফুট এবং মেজানাইন ফ্লোরের আচ্ছাদিত আয়তন প্রায় 165 বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোরের আচ্ছাদিত আয়তন প্রায় 901 বর্গফুট (মোট আচ্ছাদিত আয়তন 1967 বর্গফুট), যার সঙ্গে একত্রে টু স্টোরেড বিল্ডিং আছে এবং মৌজা সিরিটি'র খতিয়ান নং 1093, জে.এল. নং 11, তৌজি নং 2, 25, 177, 411, আর.এস. নং 186, পূর্বতন থানা ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, কোলকাতা – 700 082 অন্তর্গত এস.এস. ইউনিট বেহালা, দাগ নং 682'তে অন্তর্ভুক্ত থাকা অধীনে, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার মধ্যেই ওয়ার্ড নং 115'তে, অ্যাসিসি নং 411151201706, পরিসর নং 44/128, রাজা রামমোহন রায় রোড হওয়া সকল সুবিধাজনক অধিকার সহ এবং ইহার নীচে মতো সীমানাবদ্ধ :–<br>সীমানা — পূর্ব: পরিসর নং 239, করুণাময়ী ঘাট রোড, কোলকাতা 700082; পশ্চিম: কে.এম.সি. রোড; উত্তর: পরিসর নং 44/129, রাজা রামমোহন রায় রোড, কোলকাতা 700082; দক্ষিণ: কে.এম.সি. রোড<br>**অনুসূচি - III**<br>সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং 121, বরো নং Xiv অধীনে পরিসর নং 1, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা বেহালা, কোলকাতা–700 041 হওয়া, মৌজা সিরিটি, জে.এল. নং 11'তে আর.এস. খতিয়ান নং 411, 412, ও 420 অধীনে আর.এস. দাগ নং 472, 473, 475 এবং 476'র ওপর নির্মিত, কমন এরিয়া তথা সুবিধাদি ব্যবহার করার অধিকারের সঙ্গে একত্রে গ্রাউণ্ড লেভেলে অবস্থিত কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে একত্রে ব্লক – 2, 10ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 10এম, 982 বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপ এবং 1024 বর্গফুট বিল্ড আপ এরিয়া তথা জমির আনুপাতিক ভাগিদারি। | 08.08.2024 | 05/08/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ2,08,37,473.80/- (টাকা দু কোটি আট লাখ সাঁইত্রিশ হাজার চারশো তিয়াত্তর এবং আশি পয়সা) | 23.10.2024 তারিখে প্রতীকমূলক দখল |

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

**তারিখ**: 26.10.2024
**স্থান**: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে



যূনিয়ন বৈংক Union Bank of India — আন্ধ্রা Andhra — কর্পোরেশন Corporation

**রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর**
**বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার**
**দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬**
**টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২**

## স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।**

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **১৩.১১.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা।
প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিশদ উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** দেওয়া লিংক দেখুন।

**অকশনের তারিখ ও সময় : ১৩.১১.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা**

**বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১২.১১.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত**

**ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ই-বিক্রয় ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন**

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ | মোট বকেয়া ২৩.০৯.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ) |
|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ**<br>**শাখা- আঁখোনা**<br>**সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খতিয়ান নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খতিয়ান নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা।<br>**যোগাযোগের ব্যক্তি: বিশ্ব চাঁদ জারিকা : ৮৩৮৪০ ৩৩৩৯২** | ক) ৪,৪৬,০০০/- টাকা<br>খ) ৪৪,৬০০/- টাকা<br>গ) ১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা)<br>ঘ) ১২.১১.২০২৪ | **১০,৩০,১৪০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ত্রিশ হাজার একশত চল্লিশ টাকা মাত্র) |
| ২. | **ঋণগ্রহীতা : সুদীপ মিদ্যা**<br>**শাখা- আঁখোনা**<br>**সম্পত্তি** - প্লট নং ১৬৭৮, ৪ শতক (কমবেশি) পর্যন্ত পরিমাপিত, এল.আর. খতিয়ান নং ১০১, এল.আর প্লট নং ১৬৭৮, জামনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে অবস্থিত জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- জগন্নাথ নন্দীর বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- বিকাশ মিদ্যার সম্পত্তি, পশ্চিম- তাপস পালের সম্পত্তি।<br>**যোগাযোগের ব্যক্তি: বিশ্ব চাঁদ জারিকা : ৮৩৮৪০ ৩৩৩৯২** | ক) ১৮,৩৭,০০০/- টাকা<br>খ) ১,৮৩,৭০০/- টাকা<br>গ) ১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা)<br>ঘ) ১২.১১.২০২৪ | **১০,৬১,৩৪৫.০০ টাকা** (দশ লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) |
| ৩. | **ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার**<br>**শাখা- বর্ধমান মেন (৪১৫৪০)**<br>**সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। **সুজন সমাদ্দারের নামে, জমির সীমানা:** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ।<br>**যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫৮৯৯৩০** | ক) ১৬,০৮,০০০/- টাকা<br>খ) ১,৬০,৮০০/- টাকা<br>গ) ১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা)<br>ঘ) ১২.১১.২০২৪ | **২৩,৭৫,১২০.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একশত কুড়ি টাকা মাত্র) |
| ৪. | **ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সুমন এজেন্সি**<br>**শাখা- বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)**<br>**সম্পত্তি:**<br>১. মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীর দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট।<br>২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীরের দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট।<br>পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ।<br>**যোগাযোগ ব্যক্তি: উদয় পান্ডে - ৯৬৪৩৯ ৯৪৩৫৫ / ৯৩৫৪৫ ২৫৩৩৫** | ক) ১৪,১৫,০০০/- টাকা<br>খ) ১,৪১,৫০০/- টাকা<br>গ) ১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা)<br>ঘ) ১২.১১.২০২৪ | **২১,২২,৪৩৪.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ বাইশ হাজার চারশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র) |
| ৫. | **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ভি.এন. মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ**<br>**শাখা- রহমানিয়া হাই স্কুল**<br>**সম্পত্তি: শ্রী অপরেশ ঘোষ** পিতা- সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং-৩০১১, আরএস খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ধর্মপল্লী, ধর্মপল্লী ফুটবল মাঠের কাছে।<br>**সীমানা:** উত্তর- ১৬' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ৫' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- অমরেশ ঘোষের অংশ দ্বারা।<br>**যোগাযোগের ব্যক্তি: রাকেশ গুপ্তা: ৬২৬৫০ ৫৯৮৬৭** | ক) ৪৫,৮৪,০০০/- টাকা<br>খ) ৪,৫৮,৪০০/- টাকা<br>গ) ১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা)<br>ঘ) ১২.১১.২০২৪ | **৪০,০৩,১৫৭.০০ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ তিন হাজার একশত সাতান্ন টাকা মাত্র) |
| ৬. | **ঋণগ্রহীতার : সুপার ইলেক্ট্রনিক্স**<br>**শাখা: বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)**<br>**সম্পত্তি :** তথায় থাকা কাঠামো সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- ইছাবাদ -এ অবস্থিত, জেএল নং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং-৬২৫৪, আরএস প্লট নং-৮৮৮, এলআর প্লট নং- ২৪৯০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং-৩৩২/৩ ওয়ার্ড নং ১১, মহল্লা-খুদিরামপল্লী, পোস্ট-শ্রীপল্লী, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, থানা ও জেলা- বর্ধমান, **শ্রী পার্থ দাসের নামে** পরিমাপ ২.৫ কাঠা (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০' প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ- শ্রী অনুপ চৌধুরীর বাড়ি, পূর্ব- ১২' প্রশস্ত পিসিসি রোড, পশ্চিম- শ্রী সমীর দে এর বাড়ি দ্বারা।<br>**যোগাযোগের ব্যক্তি : উদয় পান্ডে - ৯৬৪৩৯ ৯৪৩৫৫ / ৯৩৫৪৫ ২৫৩৩৫** | ক) ৩১,৭৬,০০০/- টাকা<br>খ) ৩,১৭,৬০০/- টাকা<br>গ) ১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা)<br>ঘ) ১২.১১.২০২৪ | **১১,০২,৫২২.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত বাইশ টাকা মাত্র) |

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **১২.১১.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** -এ যান।
দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে **https://www.ebkray.in** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://www.ebkray.in** যোগাযোগের মাধ্যমে, **হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

**তারিখ: ২৫.১০.২০২৪**
**স্থান: দুর্গাপুর**

**অনুমোদিত অফিসার**
**ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

# নবীন পট্টনায়েকের দেখানো পথেই ‘ডানা’-র তাণ্ডব উতরালো ওড়িশা

**ভুবনেশ্বর, ২৫ অক্টোবর:** ১৯৯৯ সালে ‘সুপার সাইক্লোনে’ দশহাজার মানুষের মৃত্যু হয় ওড়িশায়। অনেকগুলো বছর কেটে গেলেও প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় ফিরিয়ে আনে সেই স্মৃতি। কিন্তু এবার ‘ডানা’র তাণ্ডবেও মৃত্যুশূন্য ওড়িশা। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি জানিয়েছেন, ‘মিশন সফল।

ডানার তাণ্ডবে রাজ্যে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।’ কিন্তু এই বিপর্যয় মোকাবিলায় সাফল্যের কৃতিত্ব বিজেপি নিতে চাইলেও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এসবই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সরকারের পরিকল্পনার সুফল। ২০২১ সালে ‘যশ’ নামের ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৎকালীন ওড়িশা সরকারের সাফল্যকে কুর্নিশ করেছিল রাষ্ট্রসংঘও। সেই স্মৃতি ফিরে এল ডানার তাণ্ডবের মধ্যেই।

২০০০ সালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হন নবীন। তার আগের বছরই সুপার সাইক্লোনে বিপর্যস্ত হয়েছে ওড়িশা। আর সেই সময় থেকেই পরিকাঠামোর শক্তি বাড়িয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নামে নবীন প্রশাসন। ২০০৫ সালে বিপর্যয় মোকাবিলা আইন এবং ২০০১ সালে

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তৈরির বহু আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওড়িশা ডিজাস্টার অথোরিটি তথা ওএসডিএমএ। রাজনৈতিক মহলের দাবি, ক্ষমতা বদলের পর মাঝির হাত দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে নবীন পট্টনায়েকের স্বপ্ন। তা যতই মাঝি এই কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করুন, এর পিছনে নবীন পট্টনায়েকের অবদান কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

অচিরেই বিশ্বমানের বিপর্যয় মোকাবিলা ম্যানেজমেন্ট তৈরি হয়ে যায় ওড়িশায়। তার সুফল পেয়েছে রাজ্যবাসী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২১ সালে যশের তাণ্ডবের মোকাবিলায় ৭ লক্ষ মানুষকে আগেই নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেবারের বিপর্যয়ে মৃত্যু হয় ৩ জনের।

যা ১৯৯৯ সালের বিপর্যয়ের তুলনায় অনেকাংশে কম। আর এবার ‘ডানা’র ঝাপটে কোনও প্রাণহানিরই খবর মেলেনি। ২০২১ ও ২০১৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রশংসা করেছিল ওড়িশা সরকারের প্রয়াসের।

উল্লেখ্য, নবীন বুধবারই রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন ঘূর্ণিঝড়ের সামনে না ঘাবড়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে। সব মিলিয়ে ক্ষমতায় না থেকেও, ওড়িশার বিপর্যয়ের মোকাবিলায় না থেকেও রইলেন তিনি, দুই যুগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকা জনপ্রিয় নেতা নবীন পট্টনায়েক।

# মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জের, ১৪ মাসে রেকর্ড পতন সেনসেক্সে

**নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর:** শেয়ার বাজারে রক্তক্ষরণ অব্যাহত। শুক্রবার ১৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার ৮০ হাজারের নিচে নামল সেনসেক্সের সূচক। বিরাট পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটিতেও।

শুক্রবার বাজার বন্ধ হওয়ার সময় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স ৮০ হাজারের নিচে নেমে গিয়েছে। এদিন বাজার বন্ধ হয়েছে ৭৯, ৪০২.২৯ পয়েন্টে। যা আগের দিনের থেকে ৬৬২.৮৭ পয়েন্ট কম। গত ১৪ মাসে এটাই সর্বনিম্ন সূচক। গত ২৭ সেপ্টেম্বর রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছিল শেয়ার সূচক। সেখান থেকে গত এক সপ্তাহে সেনসেক্স ও নিফটি প্রায় ৮ শতাংশ নেমেছে বলে জানা গিয়েছে।

নিফটিতেও এদিন বড়সড় পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বাজার বন্ধ হওয়ার সময় নিফটি দাঁড়িয়েছে ২৪, ১৮০.৮০ পয়েন্টে। পতন ২১৮ পয়েন্টের।

অথচ এদিনও বাজার খুলেছিল ২৪,৪০০ পয়েন্টের উপরে। এদিন সর্বোচ্চ ২৪,৪৪০ পয়েন্ট উঠেছিল সূচক। এদিন সবচেয়ে বেশি লোকসান হয়েছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের। প্রায় ১৮ শতাংশ পতন হয়েছে তাঁদের শেয়ারে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে শেয়ার বাজারে যে বেনজির রক্তক্ষরণ হয়েছিল, তার পর এটাই সবচেয়ে বড় পতন।

সব মিলিয়ে চলতি সপ্তাহের গোড়া থেকেই পতনের মুখে শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষেও সেই ধারা বজায় রইল। সব মিলিয়ে বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের। বাজারের এই খারাপ অবস্থার কারণ হিসেবে স্পষ্টভাবে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, বিশ্বের অন্যান্য শেয়ার বাজারের পতনকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

# মধ্যপ্রদেশে স্বামীকে গাছে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ

**ভোপাল, ২৫ অক্টোবর:** কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দু’টি ধর্ষণের ঘটনায় হুলস্থুল মধ্যপ্রদেশে। একটি রীবায়। অন্য ঘটনাটি ঘটেছে ওই রাজ্যেরই আরও এক শহর ইনদওরে। দু’টি ঘটনাই ঘটেছে একই দিনে, ২১ অক্টোবর।

গত সোমবার রীবার একটি পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন এক নবদম্পতি। নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছেন, স্বামীর সঙ্গে পার্কে একটি বিষয়ে ঝামেলা হয়। সেই সময় ওই পার্কেই জনা পাঁচেক যুবক তাঁদের কাছে আসেন। তার পর তাঁকে ক্রমাগত উত্যক্ত করতে থাকেন। স্বামী বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর করেন ওই যুবকেরা। তাঁকে একটি গাছের মধ্যে বেঁধে রাখেন। তার পরই ওই পাঁচ জন মিলে মহিলাকে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।

অভিযুক্তেরা গোটা ঘটনার ভিডিয়ো করেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। রীবার ডেপুটি পুলিশ সুপার হিমালি পাঠক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, নির্যাতিতার মেডিক্যাল

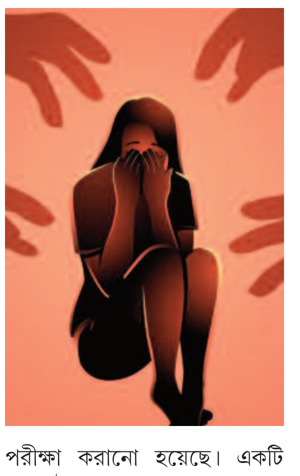

পরীক্ষা করানো হয়েছে। একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে রীবায়।

শুধু রীবায় নয়, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে রাজ্যেরই আরও এক শহর ইনদওরেও এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক দিন মজুরের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ওই মহিলাকে অর্ধনগ্ন, রক্তাক্ত অবস্থায় সদর বাজার এলাকায় ইতস্তত ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয়েরা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেখানে দেখা গিয়েছে, মহিলাকে পাশেরই বর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্রে নিয়ে যান ওই দিনমজুর। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসতে দেখা যায়। তার কিছু পরেই মহিলাকে অর্ধনগ্ন, রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়েরা। পুলিশের দাবি, ফুটেজ দেখে ওই দিনমজুরকে আটক করা হয়। জেরায় তিনি ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি এক তদন্তকারীর।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই শহরে ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের এক কন্যা রাস্তায় নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হচ্ছে, আর মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত রয়েছেন অনুষ্ঠানে।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী নরেন্দ্র শিবাজি প্যাটেল। পাল্টা আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, অভিযুক্তদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৎপরতার সঙ্গে। কাউকে রেয়াত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

# বারামুলা হামলায় প্রতিবেশীকে কড়া বার্তা ফারুখ আবদুল্লার

**শ্রীনগর, ২৫ অক্টোবর:** জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুলায় ২ জওয়ান-সহ ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় এবার পাকিস্তানকে নিশানায় নিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের প্রধান ফারুখ আবদুল্লা। জানালেন, ‘যতই চেষ্টা করুক আমরা কখনই পাকিস্তানের সঙ্গে যাব না।’ শুধু তাই নয়, প্রতিবেশি দেশকে বার্তা দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ‘শত্রুতা ছেড়ে ও জম্মু ও কাশ্মীরে হিংসা না ছড়িয়ে ইসলাবামাদ যেন বন্ধুত্বের রাস্তায় হাঁটে। নাহলে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত খারাপ হতে চলেছে।’

বৃহস্পতিবার রাতে বারামুলার বুটাপাথরি এলাকায় সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সঙ্গে সঙ্গে পালটা দেয় সেনাও। দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। সেই সময়ে গুরুতর আহত হন দুই সেনা জওয়ান এবং দুজন স্থানীয় কুলি। তাঁদের উদ্ধার করে শুরু হয় চিকিৎসা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে চিকিৎসা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। শুক্রবার সকালে সেনার তরফে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে চারজনেরই। এর আগে গত রবিবার সোনমার্গে এক চিকিৎসক ও ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করে হত্যা

করে জঙ্গিরা। নৃশংস এই জঙ্গি হামলায় পাক যোগ রয়েছে বলে আগেই দাবি করেছিল তদন্তকারীরা।

এই ঘটনায় এবার কড়া সুরে পাকিস্তানকে নিশানায় নিলেন ফারুখ আবদুল্লা। শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফারুখ বলেন, ‘গত ৩০ বছর ধরে আমি দেখছি নির্দোষ মানুষ মারা যাচ্ছেন। যারা এটা করছে তারা মনে করে এমনটা চললে কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে যাবে। কিন্তু ওরা ভুল। আমরা কোনওভাবেই পাকিস্তানের অংশ হব না। ১৯৪৭-এই কাশ্মীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তানে যাবে না। তার পরও এই ধরনের আক্রমণ চালিয়ে ওরা নিজেদের তো বটেই আমাদেরও ক্ষতি করছে। এসব না করে নিজের দেশের দিকে নজর দেওয়া উচিৎ ওদের।’ পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বই সমস্যা মেটাতে পারে, পাকিস্তানকে এমনই বার্তা দিয়ে ফারুখ বলেন, ‘ওদের কাছে আমার আবেদন হিংসা ছেড়ে যেন ওরা যেন বন্ধুত্বের রাস্তা খোঁজে।’

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার নং. ঃ এলআরসি-৩-সিটি _ডিপিটি_এলএলএইচ, তারিখ ঃ ২৩.১০.২০২৪।** ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** এলএইচবি এবং আইসিএফ কোচসমূহতে আন্ডারফ্রেম সাসপেনশন মাউন্টিং ব্র্যাকেট ও মেম্বারগুলি ওয়েল্ডেড জয়েন্টসমূহ (পুরোনো ও নতুন উভয়েরই) ডাই পেনিট্রেশন টেস্ট। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৪,৯৪,৩৮৪.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮৯,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডাব বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

MISC-212/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION**
**POURA BHAWAN, BIDHANNAGAR**

e-NIQ has been invited vide **NIQ No.1049/PWD(BMC) dt.24/10/2024 (2nd Call)** having **Tender ID: 2024_MAD_764786_1 to 3** for “Engagement of agency for functioning and operation of Dialysis Unit at different hospital under BMC”. **Last date of bid submission: 12/11/2024 up to 3.00 p.m. Last date of submission of quotation: 14/11/2024 up to 3.30 p.m.** Corrigendum, if any will be published in website & office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in**, office website (www.bmcwbgov.in) & office notice board.

Sd/-
**Executive Engineer, Health**
**Bidhannagar Municipal Corporation**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**এনআইটি নং ঃ ২০৭_২০২৪-২৫, তারিখ ২৩.১০.২০২৪।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** (i) লিলুয়া - এসএসই/ডব্লু/লিলুয়া-র অধীনে এইচকিউ/লিলুয়া-তে মেস, ডাইনিং এবং রিক্রিয়েশন হল সমেত অধস্তন আধিকারিক (আরপিএফ)-দের জন্য ২০ শয্যার রেস্ট রুম জি +১ নির্মাণের কাজ এবং (ii) লিলুয়া -আরপিএফ ডগ স্কোয়াড/লিলুয়া-র অধীনে কেনেল, স্টাফ রুম, স্টোর রুম-এর নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৪৫,৮৬,৩০৩.৯০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২২,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-364/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# দিল্লির বায়ুদূষণে অতিষ্ঠ, প্রাতর্ভ্রমণ ছাড়লেন প্রধান বিচারপতি

**নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: দিল্লির বায়ুদূষণের কারণে প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি জানান। সেই সঙ্গে দেশের রাজধানী শহরে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হতে থাকা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তিনি।**

**প্রধান বিচারপতি জানান, তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই কারণে চিকিৎসক তাঁকে বাড়িতেই থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। বায়ুদূষণের কারণে বাড়ির বাইরে বেরোনো যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবেন তিনি। এমনিতে প্রতি দিন ভোরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনো ছিল তাঁর অভ্যাস। প্রধান বিচারপতি প্রতি দিন ভোর ৪টে থেকে ৪টে ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু বাতাসের মান খারাপ হয়ে পড়ায় নিজের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আর তা সম্ভব হচ্ছে না।**

**গত কয়েক দিন ধরে নতুন করে দিল্লির বাতাসের মান পড়তে শুরু করেছে। বাড়ছে দূষণের মাত্রা। দীপাবলিতে বাতাসের আরও অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।**

**অনেক ক্ষেত্রেই দিল্লিতে বায়ুদূষণের জন্য পার্শ্ববর্তী পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় খড় পোড়ানোকে দায়ী করা হয়ে থাকে। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে তা বেশি হয়। এ ক্ষেত্রেও বায়ুদূষণ বৃদ্ধির কারণ সেটাই কি না, স্পষ্ট নয় এখনও। দূষণ রোধে ইতিমধ্যে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। রাজধানীতে কয়লা এবং জ্বালানি কাঠের ব্যবহারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।**

**মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা**

**সংশোধনী-৫**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্কস/০৮-২০২৪-এর সংশোধনী-৫।** উক্ত টেন্ডারে, নিম্নলিখিত **পরিবর্তন** পড়তে হবেঃ **পরিবর্তিত বিষয় ঃ • ফিল্ড নেম - প্রাক্-বিড অনুসন্ধানের তারিখ ও সময় ঃ বর্তমানে আছে** - ৩০.১০.২০২৪, দুপুর ৩.৩০মিনিট। **পরিবর্তিত** - ০৮.১১.২০২৪, **দুপুর ৩.৩০মিনিট।** অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। **www.ireps.gov.in**-তে বিশদ দেখা যাবে।

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

**MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT**
**JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH**

**E-TENDER INVITING NOTICE**

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide T**ender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/25/2024-25, dated 24.10.2024, Sl- 1 to 5, Fund: SBM(G) & 15TH FC (TIED)/OWN FUND.** Bid submission start date: **25.10.2024 at 9:00AM.** Last date of Bid submission: **02.11.2024 upto 12:00PM.** Date of opening: **05.11.2024 at 12.00PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
**Prodhan**
**MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT**

**DUM DUM MUNICIPALITY**
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

“DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website “wbtenders.gov.in.” for e_tender(s) “Imp / Const / Repair / Renovation / Surfacing of Roads under various wards of Dum Dum Municipality, eTender Ref No: 679/DDM/GEN/24-25, 04.10.2024 published on 25.10.2024. Last date set for dropping bids is 02.11.2024, bid opening is 05.11.2024.

Sd/-
**Chairman**
**Dum Dum Municipality**

# ট্রুডোর প্রশাসনকে তোপ ভারতীয় কূটনীতিক সঞ্জয়কুমার বর্মার

**ওটায়া, ২৫ অক্টোবর:** খলিস্তানি জঙ্গিরা জাস্টিন ট্রুডোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিস্ফোরক দাবি করলেন কানাডা থেকে ‘বিতাড়িত’ ভারতীয় কূটনীতিক সঞ্জয়কুমার বর্মা। সদ্যপ্রাক্তন হাইকমিশনার আরও বলেন, কানাডায় থাকাকালীন লাগাতার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন তাঁরা। তা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি ট্রুডোর প্রশাসন। দিনকয়েক আগে কানাডার তদন্তকারী সংস্থা দাবি করে, হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের মামলায় ভারতীয় হাই কমিশনার সঞ্জয়কুমার বর্মা ‘স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যক্তি’। কূটনৈতিক রক্ষাকবচ থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়নি। তার পরেই কানাডা সরকারের নিশানায় থাকা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সঞ্জয়কুমার বর্মা ও অন্যান্য কূটনীতিকদের দেশে ফেরার নির্দেশ দেয় ভারত। এই ঘোষণার পর পালটা দিয়ে ৬ ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে কানাডাও। দেশে ফিরে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেছেন সঞ্জয়কুমার বর্মা। তাঁর কথায়, জাস্টিন ট্রুডোর বহু বন্ধু আছে যারা ভারতবিরোধী খলিস্তানি জঙ্গি। ওটাই তাঁর বন্ধুবৃত্ত। ২০১৮ সালে তিনি যখন ভারত সফরে এসেছিলেন তখন সকলেই দেখেছিল কী ঘটেছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ট্রুডোর ভারত সফরের সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল খলিস্তানি মনোভাবাপন্ন জসপাল আটওয়ালকে। ট্রুডোর প্রশাসনকে তোপ দেগে সঞ্জয় আরও বলেন, বারবার আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তার পরে তিনজনের জন্য সামান্য নিরাপত্তা দেয় কানাডা। কিন্তু তার বাইরেও অনেকে ছিলেন। নিজ্জর খুনের অভিযোগ নিয়ে সঞ্জয় বলেন, কানাডার তরফে আইনসম্মত কোনও প্রমাণ পেশ করা হয়নি ভারতের কাছে। ট্রুডোর সরকারও জানিয়েছে যে নিজ্জর খুনে ভারতের ভূমিকা নিয়ে গোয়েন্দা অনুমান ছাড়া কোনও পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। উল্লেখ্য, গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন নিজেই বলেছিলেন, সঞ্জয় বর্মা এবং ভারতের অন্যান্য আধিকারিকরা গোয়েন্দা কার্যকলাপের জাল বিছিয়েছিলেন, নিজ্জর খুনে জড়িত ভারতীয় এজেন্টদের কীভাবে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সরকারের আধিকারিকরা- এই সমস্ত তথ্যই কানাডার পুলিশকে তিনি দিয়েছেন।

# ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এক প্রাক্তন মডেলের

**ওয়াশিংটন, ২৫ অক্টোবর:** আর মাত্র কয়েকদিন। আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন এক প্রাক্তন মডেল। তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর শ্লীলতাহানি করেছিলেন ট্রাম্প টাওয়ারে। প্রাক্তন মডেলের অভিযোগ, ১৯৯৩ সালের বসন্তকালে আচমকাই একসঙ্গে হাঁটার সময় এপস্টাইন তাঁকে প্রস্তাব দেন ট্রাম্প টাওয়ারে যাওয়ার। তাঁরা সেখানে যাওয়ার পরই ট্রাম্প তাঁকে টেনে নেন নিজের কাছে। দাবি, সেই সময় ক্রমাগত তাঁর স্তনের সব অংশই স্পর্শ করছিলেন রিপাবলিকান নেতা। হাত দেন কোমর ও নিতম্বেও। ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে যাওয়ায় প্রতিবাদও করতে পারেননি স্ট্যাসি। সেই সঙ্গে তাঁর আরও দাবি, দূর থেকে ট্রাম্প ও এপস্টাইন পরস্পরকে দেখে হাসাহাসি করছিলেন।

এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প শিবির। রিপাবলিকানের তরফে ক্যারোলিন লিভিটের দাবি, ওই প্রাক্তন মডেল আসলে বারাক ওবামার ঘনিষ্ঠ। কমলা হ্যারিসের এক প্রচারসভায় এই

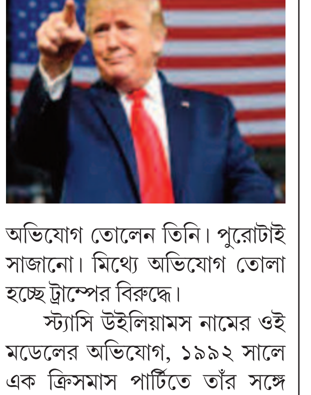

অভিযোগ তোলেন তিনি। পুরোটাই সাজানো। মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে।

স্ট্যাসি উইলিয়ামস নামের ওই মডেলের অভিযোগ, ১৯৯২ সালে এক ক্রিসমাস পার্টিতে তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের আলাপ। জেফ্রি এপস্টাইন নামের এক ব্যক্তি, যিনি নিজেও শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত, তাঁর সূত্রেই পরিচয় দুজনের। স্ট্যাসির দাবি, সেই সময় ট্রাম্প ছিলেন একজন রিয়েল এস্টেটের উদ্যোগপতি। এপস্টাইনের সঙ্গে স্ট্যাসি সেই সময় ডেট করতেন। আর এরকমই একদিনে ঘটে যায় সেই ঘটনা। প্রসঙ্গত, এই এপস্টাইন নিজেও শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত হন। তিনি কারাবাস করার সময় ২০১৯ সালে আত্মহত্যা করেন জেলের মধ্যেই।

# প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করল ভারত এবং চিন

**বেজিং, ২৫ অক্টোবর:** সীমান্ত থেকে সেনা সরানো শুরু ভারত-চিনের। সূত্রের খবর, একটি তাঁবু এবং বেশ কিছু অস্থায়ী নির্মাণ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সীমান্ত থেকে। তবে এখনও পুরোপুরি প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়নি। আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ডেপসাং এবং ডেমচকে শুরু হবে সেনার টহলদারি, ঠিক যেমনটা হত ২০২০ সালের আগে। সেনা সরানো নিয়ে সহমত হওয়ার পরে দুই দেশের সম্পর্কের বরফ আরও গলে ব্রিকস সম্মেলনে। গালওয়ান সংঘর্ষের পরে প্রথমবার বৈঠকে বসেন নরেন্দ্র মোদি এবং শি জিনপিং। ২০১৯ সালের পর এই প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। সেখানে মোদি সাফ জানিয়ে দেন, সীমান্তে শান্তি ফেরানোই অগ্রাধিকার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্রিকস সামিটে যোগ দেওয়ার ঠিক আগেই সেনা সরানো এবং ২০২০ সাল থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করতে দুই দেশ একমত হয়। মোদির সফরের আগে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেই তিনি বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারত এবং চিনের মধ্যস্থতাকারীরা লাগাতার আলোচনা করেছেন। তার পরে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে একমত হয়েছে দুই দেশ। তিনি আরও জানান, সামরিক তৎপরতা কমিয়ে কেবলমাত্র টহলদারির সেই পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাবে দুই দেশ। চিনের তরফেও একই কথা জানানো হয় বিবৃতি জারি করে।

তারপরেই বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল সেনা সরানোর প্রক্রিয়া। সূত্রের খবর, ১০-১২টি অস্থায়ী নির্মাণ এবং ১২টি তাঁবু রয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার দুই পাশে। তার মধ্যে আপাতত একটি তাঁবু সরানো হয়েছে। আগামী কয়েকদিন সময় লাগবে সীমান্ত থেকে সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলতে। ইতিমধ্যেই চারদিং নালা থেকে পশ্চিমে সরেছে ভারতীয় সেনা। পূর্বদিকে সরে গিয়েছে চিনা সেনাও। পরের সপ্তাহ থেকেই আবার স্বাভাবিক টহলদারি শুরু হতে পারে সীমান্তে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**

**নং.-সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২** তাং. ২২.১০.২০২৪।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের **তারাপীঠ রোড** এবং **তারকেশ্বর (কম্পোজিট বুকিং হল ও আরামবাগ প্রান্তে)** -এ সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নতুন চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামটি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও বিশদের জন্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০২-আর। ক্র. নং.; লট নং/ক্যাটাগরি এবং স্টেশন** নিম্নরূপ ঃ (১) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- টিপিএফ- টিওআই-৪৭-২৪-১ এবং তারাপীঠ রোড (টিপিএফ)। (২) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- টিএকে- টিওআই-৫৭-২৪-২ এবং তারকেশ্বর (টিএকে)। **নিলামের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা (ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য)।

HWH-360/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKDIN, VOL 18, ISSUE 134, KOLKATA,
SATURDAY, 26 OCTOBER 2024, PAGE 8

# আবারও ভারতের ব্যাটিং ধ্বস, এক যুগ পর দেশে সিরিজ হারের আশঙ্কা

**নজস্ব প্রতিনিধি:** ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, এমন উদাহরণ সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা পাওয়া যায় না। সেই ভারতের ব্যাটিং লাইনআপই কি না নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এবারের সিরিজে এখন পর্যন্ত খেলা ৩ ইনিংসেই ধসে পড়েছে হুড়মুড় করে।

সর্বশেষ ধসের কারণে বেঙ্গালুরু টেস্টের পর পুনেতেও হারের শঙ্কায় ভারত। নিজেদের প্রথম ইনিংসে আজ ভারত গুটিয়ে গেছে মাত্র ১৫৬ রানে। ১০৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে ১৯৮ রান নিয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। কিউইরা এখন এগিয়ে আছে ৩০১ রানে।

পুনের স্পিনবান্ধব উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে ৩০০-এর বেশি রান তাড়া করা কঠিনই। আগামীকাল তো এই রানের সঙ্গে স্কোরবোর্ডে আরও রান যোগ করবে। আর ভারতের তো টানা তিন ইনিংসে ব্যাটিং ধসের টাটকা স্মৃতি!

বেঙ্গালুরু টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৬ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত। যা টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর, ভারতের মাটিতে সর্বনিম্ন এবং এশিয়ার মাটিতেও সর্বনিম্ন স্কোর। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করেছিল ৪৬২ রান। তবে সেদিনও শেষ ৫৪ রান তুলতে ৭ উইকেট হারায় রোহিত শর্মার দল। যার ফলে নিউজিল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিতে পারেনি ভারত।

ভারত দিন শুরু করেছিল ১ উইকেটে ১৬ রান নিয়ে। সেখান থেকে ৫০ রান পর্যন্ত আর কোনো উইকেট হারায়নি তারা। তবে ১ উইকেটে ৫০ রান করা ভারত শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে যায় ১৫৬ রানে। ভারতের ব্যাটিং ধসের পেছনে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার চেয়ে নিউজিল্যান্ডের বোলারদেরই কৃতিত্ব বেশি দিতে হবে। একা স্পিনার মিচেল স্যান্টনারই নিয়েছেন ৭ উইকেট।

এই টেস্টে ভারতের জন্য ইতিবাচকতার প্রতীক হয়ে আছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়া সুন্দর দ্বিতীয় ইনিংসে এখন পর্যন্ত পেয়েছেন ৪ উইকেট। ম্যাচে এখন পর্যন্ত পাওয়া এই ১১ উইকেট তাঁর ক্যারিয়ারসেরাও।

ঘরের মাঠে এক যুগ ধরে টেস্ট সিরিজ হারে না ভারত। ভারতের মাটিতে তাদের বিপক্ষে সিরিজ জেতা সর্বশেষ দলটির নাম ইংল্যান্ড। ২০১২ সালে ভারত সফরে চার ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল ইংলিশরা। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি দিয়েই শুরু হয় দেশের মাটিতে ভারতের অজেয়যাত্রা। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত দুর্দান্ত কিছু না করলেও সেই যাত্রায় ছেদ পড়তে পারে।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

**নিউজিল্যান্ড ২৫৯ ও ১৯৮/৫ (লাথাম ৮৬, ব্লান্ডেল ৩০; সুন্দর**

## ২৩ বছর পর লজ্জার সামনে টিম ইন্ডিয়া

**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়**

দারুণ বিপদ! ১২ বছর পর দেশের মাঠে সিরিজ হারার অশনিসংকেত! এ কোন টিম ইন্ডিয়া! পরপর ২ টেস্টে একবারও লিড নিতে ব্যর্থ? পরপর ২ টেস্টে হারের আশঙ্কা! ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। শুধু তো হারের লজ্জা নয়, বেঙ্গালুরুর পর পুনে টেস্টে হারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও বিরাট প্রভাব পড়বে। সমালোচিত হচ্ছে রোহিতের ক্যাপ্টেন্সি, বিরাটের ব্যাটিং। যে ভারত ঘরের মাঠে এতদিন দাপট দেখিয়ে এসেছে, সেই দলই কোণঠাসা! ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়া পরপর ২ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে লিড নিয়েছিল। ভারতের মাটিতে ১০০ রানের বেশি লিড পরপর ২ বার, পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়াই যেন মুশকিলের। সে কৃতিত্ব দেখাল নিউজিল্যান্ড। ২০০১ সালে স্টিভ ওয়ার অস্ট্রেলিয়া দল প্রথমে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১৭৪ রানের লিড নিয়েছিল। এরপর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে লিড নিয়েছিল ২৭৪ রানের। সেই লজ্জা ২৩ বছর পর রোহিতের ভারতকে ফিরিয়ে দিল নিউজিল্যান্ড। টানা তিন ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার ছবি শুধু ভারতের! প্রথম টেস্টে ৪৬ রানে প্রথম ইনিংস গুড়িয়ে দেয় তারা ভারতের। যা ছিল টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। ভারতের মাটিতে তো বটেই, এশিয়ার মাটিতেও সর্বনিম্ন রান ছিল তা। দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াই করেছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ ৫৪ রান তুলতে ৭ উইকেট হারায় রোহিত শর্মার দল। আর দ্বিতীয় টেস্টে ১৫৬ রানে অলআউট ভারত। ৫০ রান পর্যন্ত ১ উইকেট হারানো ভারত বাকি উইকেট হারায় ১৫৬ রানের মধ্যে। ভাবা যায়!

ঘরের মাটিতে পরপর ২ টেস্ট হারার নজির রয়েছে ভারতের, তাও বছর ১২ আগে। সেই ২০১২/১৩ সালে ইংল্যান্ড সিরিজ জেতে ২-১-এ। তারপর থেকেই ঘরের মাটিতে শুরু হয় দাপট। সেই সিরিজে ভারত প্রথম ম্যাচ জিতলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে ব্যাক টু ব্যাক ভারত হারে মুম্বই ও কলকাতায়। চতুর্থ ম্যাচ ড্র হয়। প্রথম লজ্জার নজির থেকে ভারত বাঁচতে পারেনি, দ্বিতীয় নজির থেকে বাঁচে কিনা এখন তাই দেখার। না হলে একযুগ পর সিরিজ খুইয়ে থামবে ভারতের অপরাজেয় যাত্রা। সেইসঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার স্বপ্নও প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে যাবে। যদিও এখনও পর্যন্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষেই রয়েছে ভারত।

# বিরাট কোহলিও এভাবে আউট হতে পারেন!

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারতের স্কোর তখন ২ উইকেটে ৫৬। ২৪তম ওভারে বল করছিলেন নিউজিল্যান্ড স্পিনার মিচেল স্যান্টনার। চতুর্থ বলে বেশ ফ্লাইট দিয়েছিলেন। বলটি বাতাসে ভেসে বিরাট কোহলি পর্যন্ত যেতে যেতে নিচু ফুল টস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে কোহলি বলটি সোজা ব্যাটে না খেলে সামনে পা নিয়ে আড়াআড়ি খেলেন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ব্যাটে পাননি। বোল্ড !কোহলির ১ রানে আউট হওয়ার মতো ভারতও প্রথম ইনিংসে ভালো করতে পারেনি। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রানের জবাবে আজ দ্বিতীয় দিনে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ১৫৬ রানে অলআউট হয় ভারত। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু কোহলিকে আউটের সমালোচনা থামেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিশ্লেষকেরাও সমালোচনা করছেন কোহলির শটের।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার যেমন এক্সে করা পোস্টে লিখেছেন, ‘বিরাট কোহলি জানে, সে এই মাত্র ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে শট খেলে আউট হলো। খারাপ লাগছে তার জন্য...কারণ, সে সব সময় নিখাদ ও সৎ মানসিকতা নিয়ে (ব্যাটিংয়ে) আসে।’

আউট হওয়ার পর মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত বসে ছিলেন কোহলি। হয়তো ভুলটি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার, হয়ে গেছে। ভারতের ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে এক্সে করা পোস্টে লিখেছেন, ‘গ্রেটদেরও এমন হতে পারে। এই (ভিডিও) রিপ্লেটা বিরাট কখনো দেখতে চাইবে না।’ মধ্যাহ্নবিরতি চলার সময় কোহলির এই আউট নিয়ে জিও সিনেমার সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের কিংবদন্তি অনিল কুম্বলেও। তাঁর মতে, কোহলির কিছুদিন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত। তবে স্পিনের বিপক্ষে কোহলির এভাবে আউট হওয়ার পেছনে ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলাকে একমাত্র কারণ বলে মনে করেন না ভারতের সাবেক স্পিনার।

ভারতের সাবেক এই স্পিনারের কথা, ‘সম্ভবত

(ঘরোয়ায়) ম্যাচ পরিস্থিতিতে একটি বা দুটি ইনিংস তাঁকে সাহায্য করত। শুধু অনুশীলনের চেয়ে ম্যাচ খেলাটা বেশি উপকারী...তবে আমার মনে হয় না স্পিনের বিপক্ষে তার ভোগান্তির এটাই একমাত্র কারণ হিসেবে আমরা মনে করতে পারি।’

টেস্টে কোহলি সর্বশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছেন গত বছর জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এরপর ১১ ইনিংসে তাঁর ফিফটি মাত্র দুটি। সর্বশেষ বেঙ্গালুরু টেস্টে ৭০ রান করে ক্রিজে সেট হয়েও বাজে শট খেলে আউট হয়েছেন। ২০২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত টেস্টে এশিয়ার মাটিতে ১৭ টেস্টে (চলতি পুনে টেস্টসহ) ২৬ ইনিংসে ব্যাট করেছেন কোহলি। এর মধ্যে স্পিনারদের বিপক্ষে আউট হয়েছেন ২১ বার। এর মধ্যে ১০ বারই আউট হয়েছেন বাঁহাতি স্পিনারদের বলে। বাঁহাতি স্পিনারদের বিপক্ষে তাঁর গড় ২৭.১০। এ সময়ে এশিয়ান কন্ডিশনে স্পিনারদের বিপক্ষে ২৮.৮৫ গড়ে ৬০৬ রান করেছেন কোহলি। টেস্টে ৪৮.৪৮ ব্যাটিং গড়ের কোহলি সাম্প্রতিক সময়ে স্পিনাদের বিপক্ষে ভোগান্তি মোটেও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

## অস্ট্রেলিয়া সফরে ১৮ জনের দলে বাংলার অভিমন্যু ও আকাশ, নেই শামি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অস্ট্রেলিয়া সফরের দল ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ১৮ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই দলে বাংলা থেকে জায়য়া পেয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং আকাশ দীপ। রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়েছে মুকেশ কুমারকেও। তবে মহম্মদ শামির নাম দলে নেই। তাঁর চোট আছে না সেরে গিয়েছে তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি।

# দল নির্বাচনে কোনও কথাই শুনতেন না সহবাগ: ম্যাক্সওয়েল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলার সময় নিজের অন্ধকার সময়ের কথা তুলে আনলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। জানালেন, কী ভাবে পঞ্জাবে একাই রাজত্ব চালাতেন বীরেন্দ্র সহবাগ। কারও কথাই শুনতেন না। নিজেই দল নির্বাচন করতেন। এমনকি, কোনও কারণ ছাড়াই তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন ম্যাক্সওয়েল। যদিও সহবাগ এখনও তার উত্তর দেননি।

এখন বিরাট কোহলির সঙ্গে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি) খেলেন ম্যাক্সওয়েল। পরের মরসুমেও তাঁকে ধরে রাখা হতে পারে। তার আগেই বইয়ে ২০১৭-র ঘটনা উল্লেখ করে ম্যাক্সওয়েলের অভিযোগ, দল নির্বাচনের সময় যাতে কোচেরাও নিজেদের মতামত জানাতে পারেন তার জন্য একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলার কথা বলেছিলাম। সতীর্থেরা রাজি হলেও সহবাগ হয়নি। দিনের শেষে একটা কথা পরিষ্কার করে দিয়েছিল, ও-ই প্রথম একাদশ নির্বাচন করবে। আমরা মাঠ এবং

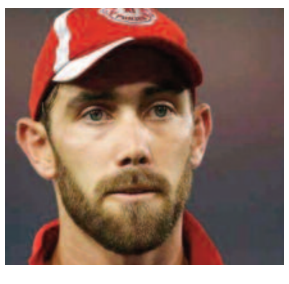

মাঠের বাইরে বার বার হারছিলাম। সহবাগ এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল যা দলকে সাহায্য করছিল না।

শেষ ম্যাচের পর ম্যাক্সওয়েল

নিজেই সাংবাদিক বৈঠকে যেতে চাইলেও সহবাগ নিজেই যান। সেখানে গিয়ে ম্যাক্সওয়েলের নামেই বিষোদ্গার করেন। অসি ক্রিকেটার লিখেছেন, সে দিন আমি সংবাদমাধ্যমের সামনে যাব বললেও সহবাগ নিজে যায়। বাসে ওঠার সময় দেখি মূল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুঝতেই পারছিলাম না কী হচ্ছে। হোটেলে ফেরার পর জানতে পারি কী ভাবে সহবাগ আমার নামে বিভিন্ন কথা বলেছে। ওই ঘটনার পর ম্যাক্সওয়েল সহবাগকে বলেছিলেন, তিনি একজন সমর্থককে হারালেন। সহবাগ পাল্টা ম্যাক্সওয়েলের উদ্দেশে বলেছিলেন, তোমার মতো সমর্থক দরকার নেই আমার।

## প্রথমবার অক্টোবরেই শুরু সিএবির ঘরোয়া মরসুম

**নিজস্ব প্রতিনিধি: কথায় আছে, বাংলা আজ যা ভাবে, কাল সারা দেশ ভাবে। প্রথমবারের মতো অক্টোবরেই শুরু হয়ে গেল সিএবির ঘরোয়া মরসুম। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে চলছে আন্তঃজেলা পুরুষদের টি২০ ওপেন টুর্নামেন্ট। যা চলছে মুর্শিদাবাদে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই জেলা অ্যাসোসিয়েশন মাঠকে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করে ফেলে নির্ধারিত সময়েই।**

**মরসুম শুরু হয় বহরমপুর স্টেডিয়ামে আন্তঃ জেলা টি২০ ম্যাচ দিয়ে। যেখানে কোচবিহারের মহারাজা স্কোর টাই হওয়ার পরে উইকেটের বিচারে হেরে যায় মানভূম ওয়ারিয়র্স। প্রথমে ব্যাট করে কোচবিহারের মহারাজা ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান তোলে। জবাবে মানভূম ওয়ারিয়র্স ৬ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে তোলে ৫৮ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে বাঁকুড়া হর্সেস রানরেটের বিচারে সাউথ ২৪-পিজিএস টাইগারকে ৮০ রানে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে, বাঁকুড়া হর্সেস ১৮ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান তোলে। জবাবে সাউথ ২৪-পিজিএস টাইগার ৬.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩২ রান তুললে, বৃষ্টি খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আন্তঃজেলা পুরুষদের টি২০ ওপেন টুর্নামেন্টের পর জেসি মুখার্জি টি২০ শুরু হবে ৪ নভেম্বর থেকে, অন্যদিকে এসসি চ্যাটার্জি টি২০ টুর্নামেন্ট ১০ নভেম্বর শুরু হবে।**

## সাজিদ-নোমান, বলের পর ব্যাট, ব্যাটের পর বল হাতে জ্বলছেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে! সাজিদ খান-নোমান আলীরা এই বাংলা প্রবাদকেই আবারও মনে করিয়ে দিলেন। পাকিস্তানের দুই স্পিনার দেখালেন; যাঁরা বল ঘোরাতে পারে, তাঁরা ব্যাটও চালাতে পারে। রাওয়ালপিন্ডিতে এবার বানানো স্পিনবান্ধব পিচে শফিক, সাইম, কামরান, রিজওয়ানরা যেখানে থই খুঁজে পাননি, টপ অর্ডারদের মধ্যে একমাত্র তল খুঁজে পাওয়া সৌদ শাকিলের সঙ্গে দারুণ ব্যাটিং করে পাকিস্তানকে প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানের লিড এনে দিয়েছেন সাজিদ, নোমান। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ২৬৭ রানের জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তান আজ অলআউট হয়েছে ৩৪৪ রানে। ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২৪ রান নিয়ে। জো রুট ৫ ও হ্যারি ব্রুক রান নিয়ে উইকেটে আছেন। পাকিস্তান এখনো এগিয়ে ৫৩ রানে। ১৭৭ রানে সপ্তম উইকেট হারানোর সময় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ৯০ রানে পিছিয়ে ছিল পাকিস্তান। সেই সময় ব্যাটিংয়ে নামেন নোমান। তিনি জুটি বাঁধেন উইকেটে থিতু হয়ে যাওয়া শাকিলের সঙ্গে। পাকিস্তানের এই মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান তখন ব্যাট করছিলেন ৬৮ রানে। শাকিলের সঙ্গে পাকিস্তানের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৮৮ রানের জুটি গড়ে আউট হন নোমান। তাঁর আসল পরিচয় বাঁহাতি স্পিনার। কিন্তু আজ যেভাবে ব্যাট করলেন, তাঁকে পুরোদস্তুর ব্যাটসম্যানই মনে হয়েছে। মারার বল মারলেন, ছাড়ার বল ছাড়লেন, রক্ষণ করলেন দারুণভাবে; সব মিলিয়ে আউট হওয়ার আগে ৮৪ বলে ৪৫ রান করেছেন তিনি ২ চার ও ১ ছয়ে।

দলের ২৬৫ রানে নোমান ফেরার পর উইকেটে আসেন সাজিদ। অফ স্পিনার; নিজের আসল এ পরিচয়টা পাশে সরিয়ে রেখে তিনিও করেছেন দুর্দান্ত ব্যাটিং। তবে নোমানের মতো নয়, তিনি যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন বাজবল, ব্যাটসম্যানের ভূমিকায়। ২ চার ও ৪ ছয়ে ৪৮ বলে ৪৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন সাজিদ।

এর মধ্যেই শাকিল পেয়ে যান ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে ২২৩ বলে ৫ চারে করেছেন ১৩৪ রান। সাজিদের সঙ্গে মাত্র ৭৮ বলে গড়েছেন ইনিংসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রানের জুটি। এর মধ্যে সাজিদের ব্যাট থেকেই এসেছে ৪১ রান। শাকিলের আউটের পর খুব বেশিক্ষণ টেকেনি পাকিস্তান। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে জাহিদ মেহমুদ আউট হওয়ার আগে সাজিদের সঙ্গে গড়েছেন মাত্র ৭ রানের জুটি।

পাকিস্তানের ১০ ব্যাটসম্যানের ৮টিই পেয়েছেন ইংল্যান্ডের তিন স্পিনার রেহান আহমেদ, শোয়েব বশির ও জ্যাক লিচ। তখনই বোঝা যাচ্ছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের জন্য কী অপেক্ষা করছে। আবার ব্যাটিংয়ে নেমে সেটা টেরও পেল ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের যে ৩ উইকেট পড়েছে, তিনটিই নিয়েছেন স্পিনাররা। ২টি নিয়েছেন নোমান, একটি সাজিদ। মুলতানে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের ২০টি উইকেটই নিয়েছেন সাজিদ,নোমান। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ইনিংসে ১০ উইকেটের ৯টিই নিয়েছেন তাঁরা। বলের পর ব্যাট, ব্যাটের পর আবার বল হাতে জ্বলছেন পাকিস্তানের এই দুই স্পিনার। ইংলিশদের দুরবস্থা তো হবেই।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

**ইংল্যান্ড ২৬৭ ও ৯ ওভারে ২৪/৩ (ডাকেট ১২, রুট ৫*, ব্রুক ৩*; নোমান ২/৯, সাজিদ ১/১৪)।**

**পাকিস্তান ১ম ইনিংস ৯৬.৪ ওভারে (শান মাসুদ ২৬, শাকিল ১৩৪, সাজিদ ৪৮*, নোমান ৪৫; রেহান ৪/৬৬, বশির ৩/১২৯, অ্যাটকিনসন ২/২২, রিচ ১/১০৫)।**

NARSINGHA

একদিন
শক্তি সম্মান ২০২৪
PRESENTED BY
TAPSIL JATI ADIBASI PRAKTAN SAINIK
KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA
Implementing the Vision of Viksit Bharat
APPROVED ORGANISATION BY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address: ..............................
2. Name of the President : ..............................Mobile: ..............................
3. Name of the Secretary: ..............................Mobile" ..............................
4. Name of the other Contact Persons : ..............................Mobile:..............................
5. Puja Theme or Traditional (Tick One)
6. Puja Budget : ..............................
7. Any social activities done between last One year: ..............................

Terms & Conditions : (i) Only Kolkata Baroari Puja will come under this jurisdiction of the competition. (ii) All Judgments will be selected by online system. (iii) 50 puja will be selected. Then we will add one puja committee member for our whatsApp group (iii) Puja committee member will send 2 minutes video on puja theme & etc. (iv) No entry fees in this competition. (v) We will send a Digital Banner. Puja Committee will print & display (6ftx4ft flex) prominent position in puja pandal & should promote all social media. (vi) After display the banner puja committee will send a picture & social media link in our whatsApp group. (vii) Last date of submission of application is 29/10/2024. (viii) The event officials' decision must be granted.

We agree to abide by the terms & conditions.

Date & Place :
Signature on behalf of
Puja Committee with Seal

Form Submission by WhatsApp no: 9088617101
Any Quaries Please Call : 8420444073

Digital Partner: বাংলা বলছে
Event Organiser: wide angle
Event Management: PHOENIX Panacea For Your Brand
Sales & Planning Partner: Lime Light
PR PARTNER

SENCO GOLD & DIAMONDS

## সেনকো গোল্ড লিমিটেড

CIN L36911WB1994PLC064637
**রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস :** "ডায়মন্ড প্রেস্টিজ", ৪১এ,
এজেসি বোস রোড, ১১তম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭;
ফোন : ০৩৩ ৪০২১ ৫০০০/৫০০৪ ইমেল : corporate@sencogold.co.in
ওয়েবসাইট : http://www.sencogoldanddiamonds.com

### পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ১০৮ এবং ১১০ ধারা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, সংশোধিত (**"অ্যাক্ট"**) অনুসারে দেওয়া হল, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিগুলির বিধি ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত, ২০১৪, সংশোধিত (**"পরিচালনা বিধি"**), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ, ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**"এমসিএ সার্কুলার"**) দ্বারা জারি করা, ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে (**"সেবি তালিকা প্রবিধান"**), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া (**"এসএস-২"**) দ্বারা জারি করা এবং অন্য কোনও প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি এবং প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাতত বলবৎ), শুক্রবার ৪ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ কোম্পানির সেই সদস্যদের, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপিএস) সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ (**'কাট-অফ ডেট'**) থেকে অনুমোদনের জন্য শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং ('ই-ভোটিং') এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশন অনুমোদনের জন্য :

| ক্রম নং | বিবরণাদি | প্রস্তাবের ধরন |
|---|---|---|
| ১. | এক একাধিক ব্যবস্থায় কোয়ালিফায়েড ইনস্টিটিউশনস প্লেসমেন্ট ("কিউআইপি") দ্বারা এবং/বা ইক্যুইটি সংযুক্ত শেয়ার বা ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যুর দ্বারা মূলধন সংগ্রহের অনুমোদন | বিশেষ প্রস্তাব |
| ২. | প্রতিটি আদায়দত্ত ৫/- (পাঁচ টাকা) প্রাথমিক মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার ২ (দুই) ইক্যুইটি শেয়ারের প্রতিটি ১০ (দশ টাকার) আদায়দত্ত প্রাথমিক মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার ১ (এক) থেকে বিভাজন/উপবিভাজনের অনুমোদন | সাধারণ প্রস্তাব |
| ৩. | কোম্পানির আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনের সংশোধন | বিশেষ প্রস্তাব |

এমসিএ সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খাম এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের নাম শুক্রবার ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টারে/উপকারী মালিকদের তালিকায় আছে, তাদের ই-ভোটিং এবং একজন সদস্য/উপকারী মালিকের (ইলেকট্রনিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) ভোটাধিকারের জন্য বিবেচনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অবগত হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে :

| | |
|---|---|
| ই-ভোটিং পর্ব শুরু | সোমবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৪, সকাল ৯টায় (আইএসটি) |
| ই-ভোটিং পর্ব শেষ | মঙ্গলবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৪, বিকাল ৫টা (আইএসটি) |

যে সদস্যরা তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদের এই সময়ের মধ্যে তাদের ভোট দিতে হবে, বিবেচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে।

যে সকল সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ডিপোজিটরির সাথে ইলেকট্রনিক আকারে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স এ কে লাভ অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী অতুল কুমার লাভ (মেম্বারশিপ নং ৪৮৪৮, সিপি নং ৩২৩৮)কে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে ই-ভোটিং, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য।

স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে জমা দেবেন। ফলাফল বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ভোটের বৈধতার বিষয়ে যাচাইকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.sencogoldanddiamonds.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") **www.evotingindia.com**-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই") এবং বিএসই লিমিটেড ("বিএসই") **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর সঙ্গেও সংযুক্ত হবে। উপরন্তু, ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নোটিশ বোর্ডে লাগানো হবে। লগইনে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** এ অনুরোধ পাঠিয়ে সিডিএসএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

**বোর্ডের আদেশক্রমে**
**সেনকো গোল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে**
**মুকুন্দ চাণ্ডক**
**কোম্পানি সেক্রেটারি এবং**
**কমপ্লায়েন্স অফিসার**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ২৫ অক্টোবর ২০২৪**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**